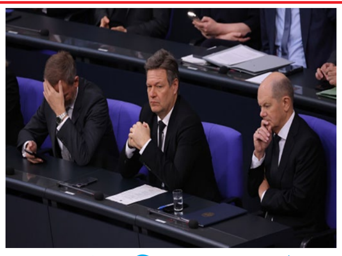

রাজনৈতিক সংকটে জার্মানি, ভেঙে দেওয়া হল সরকার

সারে-জমিন

মাটির ভাঙা বাড়িতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস বৃদ্ধ-বৃদ্ধার

রূপসী বাংলা

মার্কিন নির্বাচনে ওভার ট্রাম্পড

সম্পাদকীয়

কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে বচসা ঘিরে মৃত্যু ভারসাম্যহীনের

সাধারণ


# আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শুক্রবার
৮ নভেম্বর, ২০২৪
২৩ কার্তিক ১৪৩১
৫ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

গম্ভীরকে দলের 'সংসারের' হাল ধরতে বললেন গাভাস্কার

খেলতে খেলতে


Vol.: 19 ■ Issue: 301 ■ Daily APONZONE ■ 8 November 2024 ■ Friday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php ■ aponzone@gmail.com


প্রথম নজর

## ছট পুজোর জন্য সব রকম ব্যবস্থা প্রস্তুত আছে: মমতা

**আপনজন ডেস্ক:** পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার কলকাতার দই ঘাটে ছট পূজার অংশ হিসাবে 'সন্ধ্যা পূজায়' অংশ নিয়ে জানিয়ে দেন, চার দিনের এই উৎসবের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।
মুখ্যমন্ত্রী উল্লেখ করেন, প্রচুর ভক্তের জমায়েতের কারণে পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে।
তিনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে ভক্তদের শুভেচ্ছা জানান।
তিনি বলেন, এখানে সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং বিপুল সংখ্যায় পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ছঠি মাইয়াকে পুজো করতে অনেকেই আসেন এখানে। আপনাদের সবাইকে ছট পুজোর জন্য বাংলা সরকার ও বাংলার মানুষের পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, আমরা বহু বছর ধরে এখানে আসছি। ছট পুজোর জন্য মোট ১২৬টি ঘাট পরিষ্কার করা হয়েছে এবং সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। ঝট পুজো নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণার সময় তার সঙ্গে ছিলেন মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নাদিমুল হকের

# জেপিসির পরবর্তী বৈঠক বয়কট করবে বিরোধীরা

**আপনজন ডেস্ক:** তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার বলেছেন, যৌথ সংসদীয় কমিটির (জেপিসি) বিরোধী সদস্যরা ৯ নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে যৌথ কমিটির পাঁচ দিনের সফর বয়কট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরোধীরা।
ওয়াকফ সংশোধনী বিল নিয়ে জেপিসি চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের 'উদাসীনতার' অভিযোগ করেন তিনি।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল সাংসদ নাদিমুল হকের যৌথ বৈঠকে একগুচ্ছ অভিযোগ তুলে ধরেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুরু থেকেই আমাদের জেপিসির চেয়ারম্যান খেয়ালখুশি মতো কাজ করে যাচ্ছেন। উনি বিরোধীদের বুলডোজার দিয়ে গুড়িয়ে দিচ্ছেন, কোনও বিরোধী দলের কথায় কান দিচ্ছেন না।
তিনি আরও অভিযোগ করেন, জগদম্বিকা পাল নিজের ইচ্ছায় কাজ করছেন এবং চেয়ারম্যান যে প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করছেন তা "সাংবিধানিক নৈতিকতা লঙ্ঘন করে"। বিরোধীরা স্পিকারকে চিঠি দিয়ে বৈঠক চেয়েছে বলে উল্লেখ করে কল্যাণ বলেন, উনি মৌখিকভাবে রাজি হয়েছেন যে এত সফর করা অসম্ভব এবং এর

কোনও প্রয়োজন নেই। এ বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেও জানান তিনি। ওয়াকফ সংশোধনী বিল খতিয়ে দেখতে ভারতের পাঁচটি শহর ঘুরে দেখার সদ্য ঘোষিত পদক্ষেপের কথা বলা হয়েছে। ভুবনেশ্বর (১১ নভেম্বর), পশ্চিমবঙ্গ (১২ নভেম্বর), বিহার (১৩ নভেম্বর) এবং লখনউ (১৪ নভেম্বর) এ কমিটি সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবে।
শনিবার কমিটি গুয়াহাটি থেকে তার পাঁচটি রাজ্য সফর শুরু করবে যেখানে কমিটির সদস্যরা সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক এবং আসামের আইন ও বিচার মন্ত্রক, রাজ্য সংখ্যালঘু কমিশন এবং আসাম, মেঘালয়, মণিপুর এবং ত্রিপুরার ওয়াকফ বোর্ডের প্রতিনিধিদের সাথে অনানুষ্ঠানিক মতবিনিময় করবেন। বার কাউন্সিলের প্রতিনিধি, আইনজীবী সমিতি, মুতাওয়াল্লি অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গেও বৈঠক করবে কমিটি।
কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সফর নিয়ে কড়া বিবৃতি দিয়ে বলেন, আমি এবং বিরোধী দলের নেতারা এই সফর বয়কট করছি।
চেয়ারম্যান যেভাবে কাজ করছেন, তাতে জাতির কোনো স্বার্থ রক্ষা হয় না। তারা তাদের নিজস্ব এজেন্ডা অনুযায়ী কাজ করছে।
তৃণমূল নেতা আরও বলেন, চেয়ারম্যানের পদক্ষেপের ফলে জেপিসি 'হাসির পাত্র' হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, বিরোধী দলের সদস্যদের পরবর্তী পদক্ষেপ যৌথভাবে নেওয়া হবে। পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে বিশদ বিবরণ অপেক্ষা করা হচ্ছে।
এদিকে, এআইএমআইএম লোকসভার সদস্য আসাদউদ্দিন ওয়াইসি এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছেন, বিরোধীরা জেপিসি কমিটির চেয়ারম্যান জগদম্বিকা পালের বিরুদ্ধে একতরফা পদক্ষেপ নেওয়ার এবং কর্নাটক সফরে কিছু "স্থানীয় বিষয়" খতিয়ে দেখার অভিযোগ করেছেন। ওয়াইসি বলেন, কমিটির তদন্তের ক্ষমতা নেই, তাদের কাজ শুধু বিলটি খতিয়ে দেখা। তাছাড়া, চেয়ারম্যান একতরফাভাবে কাজ করতে পারেন না এবং কমিটিকে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে, তিনি বলেন, কমিটি ইতিমধ্যে কর্নাটক সফর করেছে এবং সেখানকার বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের সাথে পরামর্শ করেছে।
তিনি বলেন, জেপিসির বিরোধী সদস্যরা ৫ নভেম্বর লোকসভার স্পিকারের সাথে দেখা করেছিলেন এবং সময়সূচি পিছিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন। জেপিসির সভার দিনের সংখ্যা সপ্তাহে দু'দিন থেকে কমিয়ে সপ্তাহে এক দিন বা প্রতি পক্ষকালে পরপর দু'দিন করার দাবি জানিয়েছিলেন। আমরা সংসদীয় পদ্ধতিতে বাধ্য। তাই কমিটি গঠনের পর থেকে চেয়ারম্যানের প্রশ্নবিদ্ধ আচরণ ব্যাখ্যা করার মতো অবস্থানে নেই।

## আরজি কর মামলা
# বাংলার বাইরে সরাতে অস্বীকার শীর্ষ কোর্টের

**আপনজন ডেস্ক:** গত ৯ আগস্ট কলকাতার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৩১ বছরের এক জুনিয়র চিকিৎসককে নৃশংসভাবে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় মামলাটি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে স্থানান্তরিত করতে অস্বীকার করল সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, প্রমাণ খতিয়ে দেখার পর প্রয়োজন মনে করলেই ফের তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার যথেষ্ট ক্ষমতা নিম্ন আদালতের বিচারকের রয়েছে। কলকাতার আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সিবিআইয়ের পেশ করা ষষ্ঠ স্ট্যাটাসের রিপোর্টও খতিয়ে দেখল শীর্ষ আদালত। শীর্ষ আদালত উল্লেখ করেছে যে কলকাতার একটি আদালত ৪ নভেম্বর প্রধান অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়ের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছে এবং ১১ নভেম্বর থেকে এই মামলার দৈনিক শুনানি শুরু হবে।
শুনানি চলাকালীন স্বাস্থ্য পেশাদারদের সুরক্ষার বিষয়ে প্রোটোকল তৈরির জন্য গঠিত জাতীয় টাস্ক ফোর্স (এনটিএফ) শীর্ষ আদালতে তাদের প্রতিবেদন জমা দেয়। শীর্ষ আদালত এনটিএফের প্রতিবেদনটি সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সাথে ভাগ করে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে এবং চার সপ্তাহ পরে শুনানি স্থগিত করেছে। গত ১৫ অক্টোবর শীর্ষ আদালত পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে রাজ্যে সিভিক ভলান্টিয়ার নিয়োগ নিয়ে প্রশ্ন করে

এবং তাদের নিয়োগ ও নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে তথ্য চেয়েছে। গত ৩০ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালত সরকারি মেডিক্যাল কলেজগুলিতে পৃথক বিশ্রামাগার ছাড়াও সিসিটিভি স্থাপন ও শৌচাগার নির্মাণে রাজ্যের 'ধীরগতি' নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে ১৫ অক্টোবরের মধ্যে তা শেষ করার নির্দেশ দেয়। ১৭ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালত এই মামলায় সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্টের ফলাফল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে, বিশদ বিবরণ প্রকাশ করতে অস্বীকার করে এবং পর্যবেক্ষণ করে যে কোনও প্রকাশ চলমান তদন্তকে বিপন্ন করতে পারে।
এর আগে গত ৯ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালত চিকিৎসকের মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো গুরুত্বপূর্ণ নথি 'চালান' না থাকায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট তলব করে। গত ২২ আগস্ট শীর্ষ আদালত মৃতের অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নথিভুক্ত করতে দেরি করায় কলকাতা পুলিশকে ভর্ৎসনা করে এবং ঘটনার ক্রম এবং প্রক্রিয়াগত আনুষ্ঠানিকতার সময় সম্পর্কে ভ্রূকুটি করে এটিকে "অত্যন্ত বিরক্তিকর" বলে অভিহিত করে।

## বিজেপির নিশানা একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়: হেমন্ত সোরেন

**আপনজন ডেস্ক:** ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন বৃহস্পতিবার অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি রাজনৈতিক লাভের জন্য একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়কে টার্গেট করে "তার এজেন্ডা ঠিক করে"। তাঁর অভিযোগ, গেরুয়া শিবির ঝাড়খণ্ডে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছে। খুন্তি জেলায় এক নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে হেমন্ত সোরেন অভিযোগ করেন, রাজ্যের 'মাটি, বেটি ও রুটি'র (জমি, মেয়ে ও রুটি) সঙ্গে বিজেপির কোনও সম্পর্ক নেই।
তিনি বলেন, বিজেপি শুধু রাজ্যের অর্থ ও খনিজ সম্পদের প্রতি আগ্রহী। মাটি, বেটি, রুটির সঙ্গে তাঁদের কোনও সম্পর্ক নেই। একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে তারা নিজেদের এজেন্ডা ঠিক করে।
বিজেপি নেতারা তাদের রাজনৈতিক সমাবেশে দাবি করে আসছেন যে বাংলাদেশি নাগরিকদের কারণে ঝাড়খণ্ডের 'মাটি, বেটি এবং রোটি' হুমকির মুখে রয়েছে। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকে আক্রমণ করে হেমন্ত সোরেন বলেন, তিনি গত ছয়-সাত মাস ধরে ঝাড়খণ্ডে 'ঘোরাঘুরি' করছেন, বাংলাদেশি 'অনুপ্রবেশকারীদের' কথা বলছেন, কিন্তু মণিপুরে আদিবাসী মহিলাদের উপর অত্যাচারের বিষয়ে নীরব।

প্রথম নজর

# সহায়িকা নিয়োগের দাবি জানিয়ে ‘ভোট বয়কটে’র ডাক

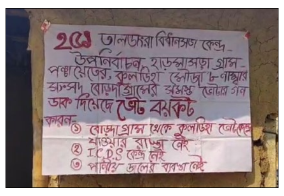


সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

**আপনজন:** আগামী ১৩ নভেম্বর তালডাংরা বিধানসভা কেন্দ্রে উপ নির্বাচন। তার আগেই পানীয় জল, রাস্তা ও অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সহায়িকা নিয়োগের দাবি জানিয়ে ‘ভোট বয়কটে’র ডাক দিলেন হাড়মাসড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নম্বর সংসদ এলাকার বোড়দা গ্রামের মানুষ। গ্রামবাসীদের দাবি, এই গ্রামে উন্নয়নের ছিঁটে ফোঁটাও পৌঁছায়নি। গ্রামে একটি মাত্র টিউবওয়েল, ফলে অনেকেই নদীর জল পান করতে বাধ্য হচ্ছেন। রাস্তা ঘাটের অবস্থাও তথৈবচ। মাঠ পেরিয়ে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছাতে হবে। ধান জমিতে এখন চন্দ্রবোড়া সাপের উৎপাত। ভোট দিতে যাওয়ার পথে কোন অঘটন ঘটলে তার দায় মোদি না মমতা কে নেবেন? এমনকি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রেও সহায়িকা না থাকায় পরিষেবা তলানিতে ঠেকেছে। এই অবস্থায় ভোট বয়কট ছাড়া কোন পথ খোলা নেই বলে গ্রামবাসীদের তরফে দাবি করা হয়েছে।

# ম্যালেরিয়া রুখতে উদ্যোগ উলুবেড়িয়ায়

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

**আপনজন:** ডেঙ্গু ও ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কমাতে উলুবেড়িয়া পৌরসভার উদ্যোগে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল। উপস্থিত ছিলেন হাওড়া জেলার মূখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কিশলয় দত্ত,উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় কুমার দাস,ভাইস-চেয়ারম্যান শেখ ইনামুর রহমান,সিআই সদস্য আকবর শেখ সহ অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।

# সৌদিতে মৃত্যু পরিযায়ী শ্রমিকের, দেহ ফেরাতে আর্জি পরিবারের

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

**আপনজন:** মৃত্যুর এক সপ্তাহ পর মৃত্যুর খবর জানতে পারল স্ত্রী সন্তান। অর্থ উপার্জন করে পরিবারের তিন ছেলেকে মানুষের মতো মানুষ করার লক্ষে সৌদি আরবে পাড়ী দেন কিন্তু সেই স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে গেলেও স্ত্রী সহ তিন তিনটে ছেলে কে রেখে চলে গেলো পরপারে। ভিন রাজ্যর পর এবার সৌদি আরবে মৃত্যু হল ডোমকলের এক পরিযায়ী শ্রমিকের। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকায় ও পরিবারে।

পরিবার সূত্রে জানাযায় দীর্ঘ দশ বছর ধরে সৌদি আরবে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে আসছিলেন। তার মাঝে দেশের বাড়িতে আসেন গত চার বছর আগে তার পর আর বাড়ি ফেরা হলো না। মৃত পরিজয়ী শ্রমিকের নাম মোনারুদ্দীন মন্ডল( ৪২ )বাড়ি মুর্শিদাবাদের ডোমকাল পৌরসভার ১৬ নং ওয়ার্ডের দক্ষিণ নগর হাই স্কুল এলাকায়। মৃতের স্ত্রীর কাতর আবেদন স্বামী মুখটা যেনো শেষ বারের মত দেখতে পাই তার ব্যবস্থার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ জানান। মৃতের স্ত্রী আরো বলেন এখন কিভাবে স্বামীর দেহ দেশের বাড়িতে ফিরে আসবো পাশাপাশি তিন ছেলে কে কিভাবে মানুষ করবো সেই চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়েছি ,মৃতের স্ত্রী আরো বলেন গত ২৯ অক্টোবর সকলে শেষ কথা হয় তার পরে আর কোনো যোগাযোগ করতে পারিনি,একসপ্তাহ পর তাদের এক সহকর্মী ফোন করে জানান যে মোবারুদ্দিন মন্ডল আর নেই তিনি তারা রুমের মধ্যে মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল। এখন দেখার কবে ফিরে দেশের বাড়িতে নিথর কফিন বন্ধি দেহ। ঘটনায় প্রতিবেশীরা সরকারি সাহায্যর আবেদন জানান।

# নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশন সংশোধনের সময়সীমা বৃদ্ধি করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

সমীর দাস ● কলকাতা

**আপনজন:** মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নবম শ্রেণির রেজিস্ট্রেশনের সংশোধনের সময়সীমা বাড়িয়ে দিয়েছে। বুধবার একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে প্রত্যেকটি স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের জানানো হয়েছে যে, নবম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য যে তথ্য জমা দেওয়া হয়েছে, তা যদি কোনো কারণে সংশোধন করতে হয়, তবে তা সময়মতো সম্পন্ন করতে হবে। ভুল তথ্য থাকলে, পরবর্তীতে মাধ্যমিক পরীক্ষার সময় সমস্যা হতে পারে। এজন্য স্কুলগুলোকে তথ্য যাচাই প্রক্রিয়ায় সতর্কতার সাথে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ১১ নভেম্বর সকাল ১১টা থেকে ২০ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পর্ষদের ওয়েবসাইটে রেজিস্ট্রেশনের তথ্য যাচাই এবং পরিবর্তন করা যাবে। এই সময়সীমা পার হলে সংশোধিত তথ্য আর পরিবর্তন করা সম্ভব হবে না, এবং স্কুলগুলিকে ওই সংশোধিত তথ্য সংরক্ষণ করে রাখতে হবে।

# মেলেনি আবাসের ঘর, মাটির ভাঙা বাড়িতে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে বসবাস বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার

সাবের আলি ● খড়গ্রাম

**আপনজন:** মাটির ভাঙা দেওয়ালের উপর ত্রিপল চাপা দেওয়া। তারমধ্যেই প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে রাতবাস করতে হয় বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার। ওদের পেশা কার্যত ভিক্ষাবৃত্তি। পঞ্চায়েতে বহুবার আবেদন করেও মেলেনি রাজ্য সরকারের কোনও প্রকল্পের সুবিধা। সব কিছু থেকেই বঞ্চিত উনারা। ঘটনা খড়গ্রাম ব্লকের ভালকুন্দি গ্রামের। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামের শেষপ্রান্তে মাঠের দিকে তেনু শেখ ও আনজেরা বিবির বাড়ি। বাড়ি বলতে দুটি মাটির ভাঙা দেওয়ালের উপর টিন ও ত্রিপল চাপা দেওয়া। সেখানেই কোনমতে দিনরাত কাটান তাঁরা। উভয়ের বয়স ৬০ পিরিয়ে গিয়েছে। স্বামী ও স্ত্রীর কর্মক্ষমতাও হারিয়ে গিয়েছে। এরমধ্যে আনজেরা বিবি শারীরিক প্রতিবন্ধী। তাই প্রতিবেশিদের পাঠান খাবার খেয়েই দিন যাপন করতে হয় তাঁদের। এমন ঘটনা প্রায় ২৪ বছর ধরে চলে আসছে। তেনু শেখ বলেন, ২০০০ সালের বন্যায় আমার বাড়ি ভেঙে গিয়েছিল। এরপর আর বাড়ি তৈরি করতে পারিনি। বহুবার পঞ্চায়েতে আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু বাড়ি পেলাম না। আম হাঁপানি রোগী। তাই খেটে খাওয়ার ক্ষমতাও নেই। প্রতিবেশিরা যা খেতে দেই তাই খেয়েই আমরা বেঁচে রয়েছি। প্রতিবেশিরা জানান, ওই দম্পত্তির চারটি .ছেলে থাকলেও কেউ এখানে থাকেন না। নিজেদের সংসার গোছাতে ছেলেরাও বাবা মাকে ছেড়ে চলে গিয়েছে। তাই প্রতিবেশিদের কাঁধেই এখন বৃদ্ধ দম্পত্তির ভার পড়েছে।

আনজেরা বিবি বলেন, বহুবার গ্রামের মেম্বার থেকে প্রধানকে সমস্যার কথা জানিয়েছি। বারবার আবেদন করা হয়েছে। কোন সরকারি প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা আমরা পাই না। ভালকুন্দী গ্রামের অধিকাংশ পরিবার দারিদ্র সীমা নিচে বসবাস করে তাদের প্রত্যেকেরই মাটির দেয়াল দেওয়া দুই চালা বাড়ি ওই গ্রামের অনেকেই সংবাদ মাধ্যমের সামনে বলেন আমরা বারবার স্থানীয় পঞ্চায়েতে গেলেই বলা হয় এবার হবে। এবার হবে। কবে হবে জানিনা। এই ভাঙাবাড়ির দেওগাল চাপা পড়েই হয়তো কোনদিন মরেই যাব। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান অর্পিতা বিশ্বাস বলেন, বিষয়টির খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। তবে ওই দম্পত্তি পঞ্চায়েতে এসে যোগাযোগ করলে ভাল হয়। ওদের পাঠিয়ে দিন। বাড়ির বিষয়টি আমরা চেষ্টা করছি। তবে লক্ষী ভাণ্ডার করে দেওয়া যাবেই। ওই ওয়ার্ডের মেম্বার মতিউর রহমান ওরফে মিলন। বলেন এই পাড়ার বেশিভাগই মানুষ দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাস করেন আমরা বিডিও কে সকলের জন্য বিষয়টা জানাবো। গ্রামবাসীরা অভিযোগ করেন যাদের পাকা দোতলা বাড়ি আছে তারাই আবার ঘর পাচ্ছে। আমরা গরীব মানুষ আমাদের মাটির ঘর অথচ আমরা ঘর পাচ্ছি না। যদি খড়গ্রাম বিডিও নিজে এসে আমরা কি অবস্থায় বসো বাস করি যদি দেখে যেত তাহলে ভালো হতো বলে জানান। গ্রামবাসীরা।

# গোসাবায় নৌকাডুবি, জোর রক্ষা ১৩০ জন তৃণমূল কর্মী-সমর্থকের

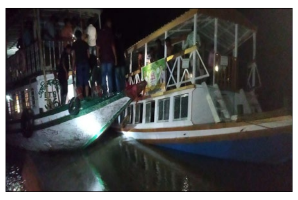

সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা

**আপনজন:** বুধবার গোসাবার বিডিও অফিসের মাঠে গোসাবা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিজয়া সম্মিলনী ও প্রবীণ কর্মীদের সংবর্ধনার অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মন্ডল,ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকত মোল্লা, সুন্দরবন জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি তথা মন্দিরবাজার বিধায়ক জয়দেব হালদার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মন্ডল,গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি নিলীমা মন্ডল,প্রয়াত বিধায়ক পুত্র বাপ্পাদিত্য নস্কর সহ অন্যান্যরা। এছাড়াও গোসাবা ব্লকের ৯ টি দ্বীপ এলাকার ১৪ টি পঞ্চায়েতের প্রায় ত্রিশ হাজার তৃণমূল কর্মীসমর্থক উপস্থিত হয়েছিলেন বিজয়া সম্মিলনীতে।

বিজয়া সম্মিলনী শেষে এলাকার মানুষজন জলযানে চেপে বাড়িতে ফিরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। ইতিমধ্যে প্রত্যন্ত দ্বীপ আমতলির উদ্দেশ্যে একটি জলযানে(ভুটভুটি) চেপে ১৩০ জন তৃণমূল কর্মী সমর্থক বাড়ি ফেরার জন্য রওনা দিয়েছিলেন। কচুখালি হরিশপুর জেটীঘাট সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যাধরী নদীতে জলযানটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ডুবে যায় জলযানটি। জেটীঘাট সংলগ্ন এলাকায় দুর্ঘটনা ঘটায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকরা সাঁতরে অক্ষত অবস্থায় নদীর পাড়ে ওঠেন সকলেই। সেখান থেকে ১৩০ জন কে স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পার্টী অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এমন দুর্ঘটনার খবর পেয়ে নড়েচড়ে বসে দলীয় নেতৃত্ব। দুর্ঘটনাগ্রস্থ তৃণমূল কর্মী সমর্থদের কে বাড়িতে ফেরানো লক্ষ্যে তৎপরতা শুরু করেন।

ঘটনা প্রসঙ্গে গোসাবা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মন্ডল জানিয়েছেন, ‘জলযানে চেপে ১৩০ জন কর্মী সমর্থক আমতলি এলাকায় ফিরছিলেন। কচুখালির হরিশপুর জেটীঘাট সংলগ্ন এলাকায় বিদ্যাধরী নদীতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জলযানটি। তবে সকলকেই অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে।

# হাইকোর্টের নির্দেশে দুই বছর পর বাড়ি ফিরলেন পুত্র দ্বারা বিতাড়িত মা

জিয়াউল হক ● পান্ডুয়া

**আপনজন:** হাইকোর্টের নির্দেশে দুই বছর পর বাড়ি ফিরলেন পান্ডুয়ার বাসিন্দা রেবতী সরেন। পাশে দাঁড়ালেন কলকাতা উচ্চ আদালতের আইনজীবী ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সাকির হোসেন, স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পান্ডুয়া ব্লকের ইটাচনা খন্যান গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়সর্ষা এলাকার বাসিন্দা রেবতী সরেন (৫৩ বছর) দীর্ঘদিন ধরে বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। অভিযোগ ছিল, দুই বছর আগে তার ছেলে রাজু হেমরম তাকে মারধর করে বাড়ি থেকে বের করে দেন। এরপর থেকে তিনি দিল্লিসহ বিভিন্ন জায়গায় আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। অনেকটা অসহায় অবস্থায় দিন কাটানোর পর,তিনি পান্ডুয়া থানার দ্বারস্থ হন , কিন্তু তাতেও কোনো সুরাহা হয়নি, চলতি বছরের ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সালে তিনি কলকাতা উচ্চ আদালতের আইনজীবী ও বিশিষ্ট মানবাধিকার কর্মী সাকির হোসেনের হাত ধরে মহামান্য হাইকোর্টের শরণাপন্ন হন। আদালতের দ্বারস্থ হয়ে তিনি নিজের বাড়িতে ফেরার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। মামলাটি আদালতের নজরে আসার পর, বিচারক গত ৫ই নভেম্বর পুলিশকে নির্দেশ দেন যে, রেবতী সরেনকে তার বাড়িতে নিরাপদে ফিরিয়ে দিতে হবে। সেই সাথে আদালত এই বিষয়ে একটি রিপোর্টও চেয়েছে, যা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে পেশ করতে বলা হয়েছে। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, আজ পান্ডুয়া থানার পুলিশ রেবতী সরেনকে তার নিজ বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে। পুলিশের উপস্থিতিতে তার ছেলে রাজু এবং পুত্রবধূকে জানানো হয় যে, আজ থেকে রেবতী এই বাড়িতেই থাকবেন এবং তাদের সঙ্গেই বসবাস করবেন। আদালতের এই পদক্ষেপে রেবতী সরেনের দীর্ঘদিনের অসহায় অবস্থা অবসান হলো, এবং তিনি নিজের বাড়িতে স্বাভাবিক জীবনে ফেরার সুযোগ পেলেন। এই ঘটনা স্থানীয় এলাকায় আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এবং অনেকেই আদালতের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। তাদের মতে, এই রায় পরিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা প্রদান করেছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

# দেগঙ্গার সুন্দেপুকুরে রক্তদান শিবির

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

**আপনজন:** দেগঙ্গা ব্লকের আমুলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সুন্দেপুকুর বাজারে আল মদিনা সেবা সংঘের আয়োজনে বৃহস্পতিবার এক স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির,চক্ষু পরীক্ষা শিবির,বস্ত্র বিতরণ এবং ইসলামিক জলসা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি, হাসানুজ্জামান, মোকারিম বৈদ্য, মিজানুর রহমান গোলদার,সাসের আলী, তাহের আলী, আরসাব আলী, মনিরুল,হাফিজুর সহ আরো অনেকে। ৩৫ জন মহিলাসহ ৬৪ জন রক্তদান করেন। ১৮২ জনের চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। দুঃস্থ ও অসহায় ১৮৭ জন পুরুষ এবং মহিলাকে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠিত হয় গজল এবং ক্বেরাত। পরে অনুষ্ঠিত হয় জলসা।

# উপ নির্বাচনে নৈহাটিতে বাম প্রার্থীর প্রচার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● নৈহাটি

**আপনজন:** নৈহাটি বিধানসভা উপ নির্বাচনে বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিআইএম এল ( লিবারেশন) প্রার্থী দেবজ্যোতি মজুমদারের সমর্থনে ৬ ই নভেম্বর নৈহাটি ভারত মাতা সেবা সমিতির মাঠে নির্বাচনী জনসভা। বক্তা -মহম্মদ সেলিম - রাজ্য সম্পাদক সিপিআইএম, দিপঙ্কর ভট্টাচার্য -সাধারন সম্পাদক - সিপিআইএম(লিবারেশন), স্বপন ব্যানার্জী রাজ্য সম্পাদক সিপিআই, সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় - ফরওয়ার্ড ব্লক,মিহির পাল -রাজ্য সম্পাদক আর এস পি,জয়তু দেশমুখ - সিপিআইএমএল(লিবারেশন) সুব্রত সেনগুপ্ত - জেলা সম্পাদক সিপিআই এম এল (লিবারেশন), গার্গী চ্যাটার্জী -সিপিআইএম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

# সিলিন্ডারের পাইপ লিক করে আগুন রান্নাঘরে

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

**আপনজন:** গ্যাস সিলিন্ডারের পাইপ লিক করে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড গৃহস্থের রান্নাঘরে, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো এক বৃদ্ধা।

রান্না করার সময় গ্যাস সিলিন্ডার লিক করে ভয়াবহ বিপত্তি, অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচলো একটি প্রাণ। ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। নদীয়ার শান্তিপুর ব্লকের নৃসিংহ পুর হাউস সাইট কলোনির ঘটনা। জানা যায় বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই এলাকার বাসিন্দা উর্মিলা ওঝা বাড়িতে ছেলের জন্য রান্না করছিলেন, ঠিক তখনই গ্যাস সিলিন্ডারে দাও দাও করে আগুন জ্বলতে থাকে, নিমিষের মধ্যে সেই আগুনের শিখা ছড়িয়ে পড়ে পাশের ঘরেও । তবে ওই বৃদ্ধার হাতে এবং পায়ে আগুনের ছাকা লাগাই তিনি এখন অসুস্থ। তড়িঘড়ি স্থানীয়রা ফোন করে শান্তিপুর ডোমকল বিভাগকে। একটি ইঞ্জিন নিয়ে ঘটনাস্থলে এসে দমকলের কর্মীরা তড়িঘড়ি আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। তবে আগুনের শিখা আরও তীব্রতর হলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে বলে জানিয়েছেন দমকল বিভাগের আধিকারিক।

# রবিউলের সমর্থনে শাসনের সভায় ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাড়োয়া

**আপনজন:** হাড়োয়া বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শেখ রবিউল ইসলামের সমর্থনে সভা হল বারাসত দুই ব্লকের বেলিয়াঘাটা হাই স্কুলে। বহু পুরুষ তৃণমূল কর্মীর পাশাপাশি মহিলা তৃণমূল কর্মী সমর্থকরাও এই সভায় ভিড় জমান। এদিনের সভা থেকে বাংলার প্রতি কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বঞ্চনার বিরুদ্ধে খুব উগরে দেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। তিনি বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলাকে ভাতে মারার চক্রান্ত করছে। আসলে রাজনৈতিক পরাজয়কে বিজেপি মেনে নিতে না পেরে এইভাবে বাংলার উপর চক্রান্ত করছে। ১৩ ই নভেম্বর ভোট বাক্স দেওয়ার আহবান জানান তিনি। এ দিনের সভা থেকে জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী বলেন, এই উপনির্বাচনে শাসন এলাকার পাঁচটি অঞ্চল থেকে যে যত বেশি ভোট লিড দেবে সেই অঞ্চলে জেলা পরিষদের টাকা থেকে তত বেশি উন্নয়ন করা হবে। বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি মেহেদী হাসান ও দাদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আব্দুল হাইরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর মনোনীত প্রার্থী হাজী নুরুল ইসলামের পুত্র শেখ রবিউল ইসলামকে আমরা বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে মমতার হাতকে শক্ত করব। আরো বক্তব্য রাখেন অভিনেত্রী কৌশানী মুখার্জি, বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান সরোজ ব্যানার্জি প্রমুখ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বারাসাত দুই ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শম্ভু ঘোষ, বারাসাত দুই ব্লক যুব তৃণমূলের সভাপতি ইফতিকার উদ্দিন, বারাসাত দুই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোয়ারা বিবি, জেলা পরিষদের কর্মদক্ষ মিন্টু সাহাজি, জেলা পরিষদের সদস্য সাবিনা খাতুন, বারাসাত দুই তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি মাহফুজার রহমান, ফলতি বেলিয়াঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েত এর উপপ্রধান নজিবুর রহমান ওরফে মনু সহ অন্যান্যরা। এদিনের সমগ্র সভাটি সঞ্চালনা করেন তৃণমূল নেতা রেজাউল করিম ওরফে ঝন্টু।

# বসিরহাটে প্রিয়দর্শনীকে চেয়ে দরবার

নুরুল ইসলাম খান ● কলকাতা

**আপনজন:** বসিরহাটের সাংসদ হিসাবে প্রিয়দর্শনী হাকিমকে চাই অঞ্চলের সাধারণ মানুষ। বৃহস্পতিবার নৈহাটি পৌরসভায় সাংসদ পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে এই অনুরোধ করেছেন সাংসদ এলাকার অধীন সাতটি বিধানসভার বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। সাংসদ হাজি নুরুল ইসলামের প্রয়াণের পর এই কেন্দ্রটি ফাঁকা রয়েছে।ফলে এই এলাকায় একজন জনপ্রতিনিধি হিসাবে প্রিয়দর্শনী হাকিমকে সবাই চাইছে।জেলা পরিষদের সদস্য কালাম মল্লিক,আইএনটিটি ইউসির তোফাজ্জেল, সর্বভারতীয় ইমাম মোয়াজ্জিনের সভাপতি আবদুল্লাহ সহ এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিরা পার্থ ভোমিকের কাছে এই প্রস্তাব দেন। এ বিষয়ে সাংসদ তাদেরকে আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন দলের সঙ্গে কথা বলব। সংখ্যালঘু বিষয়ক উন্নয়নের কান্ডারি মমতা ব্যানার্জি যে সঠিক সিদ্ধান্ত নেবেন সেই কথাও তিনি বলে নেতৃর প্রশংসা করেছেন।

# বিচার চেয়ে প্রতিবাদ সভা এস ইউ সির

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

**আপনজন:** কৃপাখালি গঙ্গাধরপুরে খুন ও ধর্ষণের প্রতিবাদে “জাস্টিস ফর আর জি কর”কে সামনে রেখে বুধবার বিকালে মহিষমারির হাটে প্রতিবাদ সভা হয়ে গেল এস ইউ সি আই দলের।উপস্থিত ছিলেন কুলতলির প্রাক্তন বিধায়ক জয় কৃষ্ণ হালদার, প্রকাশ মাইতি, নিরঞ্জন নস্কর,আনারুল ইসলাম সহ আরো অনেকে।চলমান আন্দোলনের আবহে এই বাংলায় নদীর নিরন্তর প্রবাহের ন্যায় ঘটে চলেছে খুন- ধর্ষণের মতন লজ্জাজনক ঘটনা।আর জি কর এর মহিলা ডাক্তারের বর্বোরোচিত খুন -ধর্ষণের প্রতিবাদে সমগ্র দেশ যখন উত্তাল ঠিক তখন ই কৃপাখালির ৯ বছরের নাবালিকা ধর্ষিত এবং নৃশংশ খুন।আবার এ ঘটনায় ধৃত অপরাধীর সাজা হল না,তার মধ্যে ঘটল আবার পাঁচুয়াখালির পার্শ্ববর্তী গঙ্গাধরপুরের মূক-বধির মেয়ে ন্যাক্কারজনক ধর্ষণের ঘটনা। এই নৃশংস খুন-ধর্ষণের ঘটনায় ধৃতদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ সভায় বহু মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

# অভিষেকের জন্মদিনে খাবার বিতরণ

দেবাশীষ পাল ● মালদা

**আপনজন:** রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর শুভ জন্মদিন উপলক্ষে গাজোলের বিদ্রোহিমোর বৃহস্পতিবার বেলা ১০ টা নাগাদ জলখাবারের লুচি সবজি আয়োজন করে থাকেন মালদা জেলা যুব তৃনমূল কংগ্রেস উদ্যোগে ও গাজোল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যবস্থাপনায় এমনই কর্মসূচি হয়। গাজোল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার মলয় সরকার বলেন আমাদের রাজ্যের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় শুভ জন্মদিন উপলক্ষে ও এই দিনটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য সাধারণ মানুষ ও পথ চলতি মানুষরা মধ্যে জলখাবারের ব্যবস্থা করেছি সকাল আটটা থেকেই সকল পথ চলতে মানুষে লাইনে দাঁড়িয়ে লুচি ও সবজি খাবার খান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গাজোল ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনার মলয় সরকার, মৃত্যুঞ্জয় সিং , থেকে শুরু করে গাজোল যুব তৃণমূল অঞ্চল নেতৃত্বরা উপস্থিত ছিলেন।

# ছট পুজোর নিরাপত্তা খতিয়ে দেখতে ঘাট পরিদর্শন জেলাশাসকের

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

**আপনজন:** ছট পুজোয় মেতে উঠলো বিহারী সম্প্রদায়ের মানুষ এর সাথে সাথে গোটা দক্ষিন দিনাজপুর জেলাবসী। হিন্দি ভাষাভাষীর লোক তুলনামূলক কম থাকলেও দক্ষিন দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে কংগ্রেস ঘাট, সদর ঘাট, পতিরাম, গঙ্গারামপুরে পুনর্ভবা নদীর সংলগ্ন খেয়াঘাট ও অশ্রম ঘাট, কুমারগঞ্জে আত্রেয়ী নদীর ধারে, বংশীহারীতে টাঙ্গন নদীর তীরে সহ গোটা দক্ষিন দিনাজপুর জেলা জুরে মেতে উঠেছে ভক্তরা। ছট পুজো উপলক্ষে এদিন বিভিন্ন নদীর ঘাট পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলা শাসক বিজিন কৃষ্ণা এবং জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। মূলত কোন কোন নদী ঘাটে ছট পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং কীভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সে সব বিষের খতিয়ে দেখেন জেলা শাসক ও জেলা পুলিশ সুপার।

এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণা জানান, ‘ছট পুজো উপলক্ষে বিভিন্ন ঘাট গুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখলাম। আয়োজন গুলো মোটামুটি ঠিকই করা হয়েছে। যেখানে যেখানে যা যা প্রয়োজন নিরাপত্তার জন্য, সেই সমস্ত বিষয়ে বলা হয়েছে।’

উল্লেখ্য, ছট পূজা হিন্দু বর্ষপঞ্জীর কার্তিকমাসের শুক্ল পক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে উদযাপিত একটি প্রাচীন হিন্দু পার্বণ।

ছট পুজোর দিন সূর্যাস্তের সময় পর্যন্ত সূর্যকে উদ্দেশ্য করে নদীতে কোমর জলে নেমে পুজো সারেন ভক্তরা।

সূর্যদেবের উদ্দেশ্যে এই পুজো বলে, সূর্য ওঠার মুহূর্ত ও সূর্য ডোবার মধ্যে শেষ করতে হয় পুজো। বিভন্ন ঘাটে ঘাটে লক্ষ্যকরাগেল পুণ্যার্থীরা উপবাস থেকে নৈবেদ্য ও বাজনা-সহ যে গঙ্গা বা যে কোনও নদীর তীরে উপস্থিত হন। এ সময় তাঁরা সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত নদীর মধ্যে দাঁড়িয়ে সূর্যপূজা করবেন। আর বৃহস্পতিবার একই চিত্র ধরাপরলো গোটা জেলা জুরে। রাজু চৌধুরী নামক এক ভক্ত জানান, ‘সারাবছর ধরে এই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকি। পুজোর কটাদিন আনন্দের মধ্যেদিয়ে কিভাবে কেটে যায় বোঝাই যায় না।’

**প্রথম নজর**

## যুক্তরাষ্ট্রের ‘সেকেন্ড লেডি’ হচ্ছেন যে ভারতীয় নারী

**আপনজন ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয় পাওয়ায় আনন্দের ছোঁয়া লেগেছে ভারতের অন্ধ্র প্রদেশেও। কারণ, ট্রাম্পের হবু ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের স্ত্রী উষা ভ্যান্সের পূর্বপুরুষের বাড়ি ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের নিভৃত গ্রাম ভাদলুরুতে। সব ঠিক থাকলে তিনি হতে যাচ্ছেন যুক্তরাষ্ট্রের ‘সেকেন্ড লেডি’। ৩৮ বছর বয়সী উষার মা-বাবা ভারত থেকে অভিবাসী হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আসেন। ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সানদিয়েগোর শহরতলীতে জন্ম ও বেড়ে ওঠা উষা এক সময় নিবন্ধিত ডেমোক্র্যাট ভোটার ছিলেন। হোয়াইট হাউস থেকে ১৩ হাজার ৪৫০ কিলোমিটার দূরের এই ভাদলুরু গ্রামের বাসিন্দারা ট্রাম্পের বিজয়ের জন্য প্রার্থনাও করেছেন। এই গ্রামের ৭০ বছর বয়সী ভেনকাতা রামানায় বলেন, আমরা সবাই উষার জন্য গর্বিত। কারণ, সে ভারতীয় বংশোদ্ভূত। আশা করি, সে গ্রামের উন্নতির জন্য কাজ করবে। উষা ভ্যান্সের প্র-পিতামহ ভালদুরুতে বসবাস করতেন। এক সময় গ্রাম ছেড়ে চেন্নাই শহরে পাড়ি জমান তারা। সেখানে উষার বাবা চিলুকুরি রাধাকৃষ্ণানের শৈশব ও কৈশোর কাটে। পরে উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান তিনি। ইয়েল ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছেন উষা ভ্যান্স। ২০১৪ সালে কেন্টাকিতে জে ডি ভ্যান্সকে বিয়ে করেন তিনি। এই দম্পতির তিন সন্তান রয়েছে।

## প্রেসিডেন্ট নিজের মূর্তি উন্মোচনের পর ঘানায় হৈচৈ

**আপনজন ডেস্ক:** ঘানার বিদায়ি প্রেসিডেন্ট নানা আকুফো-আড্ডো দেশের পশ্চিমাঞ্চলে সফরকালে নিজের একটি মূর্তির উন্মোচন করেছেন। এতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হৈচৈ পড়েছে। অনেকেই তার এ কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করছে। অনেকেই মূর্তিটি ভেঙে ফেলার দাবি তুলেছে। প্রেসিডেন্টের বিদায়ের পর সেটি সরিয়ে নেওয়ার পক্ষেও অনেকে মত দিয়েছে। অবশ্য এর পক্ষেও কেউ কেউ কথা বলেছে। মূর্তিটির ছবি ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে। পশ্চিমাঞ্চলের মন্ত্রী কোয়াবেনা ওকিয়ে ডার্কো-মনসা জানিয়েছেন, এই মূর্তি নানার শাসনকালে পরিচালিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে সম্মান জানাতে তৈরি করা হয়েছে। সেকন্ডি শহরের একটি হাসপাতালের সামনে এটি স্থাপন করা হয়েছে। নানা বুধবার শহরের এফিয়া-এনকোয়ান্তা আঞ্চলিক হাসপাতালের সামনে স্থাপন করা মূর্তিটি উন্মোচন করেন। তার এই সফরকে বলা হচ্ছে ‘ধন্যবাদ সফর’। অনুষ্ঠানে পশ্চিমাঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক ডার্কো-মনসা প্রেসিডেন্টের অধীনে শুরু হওয়া বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানটির পর ঘানার অনেকেই এই মূর্তির স্থাপনা নিয়ে কটাক্ষ করছেন। এই মূর্তি ঘিরে সমালোচনার ঢেউ উঠেছে। তাদের মতে, এটি ‘নিজের প্রশংসার জন্য প্রদর্শনী’ ছাড়া আর কিছুই নয়। ঘানাবাসী মূর্তিটির প্রয়োজনীয়তা নিয়েও প্রশ্ন তুলছে, যেখানে বেশ কয়েকটি প্রধান প্রকল্প এখনো অসমাপ্ত। দেশটির বিরোধীদলীয় সংসদ সদস্য ইমানুয়েল আরমাহ কোফি-বুয়া এক্সে এক পোস্টে বলেছেন, ‘পশ্চিমাঞ্চলের মানুষের এ ধরনের আত্মকেন্দ্রিক প্রদর্শনীর চেয়ে আরো ভালো কিছু পাওয়ার অধিকার রাখে।’

এক্সে এক ব্যবহারকারী পোস্ট করেছেন, ‘প্রেসিডেন্ট যদি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তার কাজের মূল্যায়ন ও সম্মান করতে দিতেন, তা হলে এটি প্রশংসনীয় হতো।’

তবে কেউ কেউ এ ঘটনার সমালোচনায় নেই। কিছু মানুষ নানা আকুফো-আড্ডোর দেশের উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মূর্তিটিকে দেখছেন। তাকে ‘ঘানার বিনা মূল্যে শিক্ষাব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা’ হিসেবে উল্লেখ করে একজন লিখেছেন, ‘তিনি এই সুন্দর মূর্তির যোগ্য। আমি এ পর্যন্ত যত প্রেসিডেন্ট পেয়েছি, তাদের মধ্যে তিনিই সেরা। ঘানাবাসী আপনাকে মনে রাখবে।’

# রাজনৈতিক সংকটে জার্মানি, ভেঙে দেওয়া হল সরকার

**আপনজন ডেস্ক:** অর্থনীতি বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেওয়ায় ভেঙ্গে পড়েছে জার্মানির জোট সরকার। কর্পোরেট কর কমানো, জলবায়ু নীতি সহজ করা এবং সামাজিক ভাতা কমানো বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায় চ্যান্সেলর ওলাফ স্কোলজ অর্থমন্ত্রী ক্রিশ্চিয়ান লিন্ডনারকে বরখাস্ত করার মধ্য দিয়ে জোট সরকারের পতন হয়।

বুধবার (৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় তিন দলের মধ্যে আলোচনায় মত বিরোধ দেখা দেওয়ায় দেশটির জোট সরকার ভেঙ্গে পড়ে।

টানা দ্বিতীয় বছরের মতো জার্মানির অর্থনীতিতে মন্দা যাচ্ছে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক সংস্কার আনার বিষয়ে জার্মানির জোট সরকারের অংশীদার তিন দলের মধ্যে মতানৈক্য চরম পর্যায়ে পৌছে। সামাজিক গণতন্ত্রী এসপিডি দলের নেতা ওলাফ শলৎসের নেতৃত্বে ২০২১ সালে জোট সরকার গঠন করেছিল ব্যবসাবান্ধব দল এফডিপি ও পরিবেশবান্ধব দল গ্রিন পার্টি। অর্থনৈতিক সংস্কার নিয়ে কয়েক মাস ধরে এই তিন দলের নেতাদের মধ্যে মতানৈক্য চলছে। সে কারণে এর আগেও জুলাই মাসে একবার জোট সরকার ভেঙে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। সরকার পতন হওয়ায় আগাম নির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে৷ স্বাভাবিক নিয়মে আগামী বছর সেপ্টেম্বরে পরবর্তী নির্বাচন হওয়ার কথা।

সবশেষ জরিপে জোট সরকারের অংশীদার তিন দলের জনপ্রিয়তা বেশ নিচে নেমে যাওয়ার আভাস পাওয়া গেছে৷ এখন নির্বাচন হলে এফডিপি দল সংসদে যাওয়ার জন্য অন্তত পাঁচ শতাংশ ভোট পাওয়ার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে, তা পাবে কিনা সেই বিষয়ে সংশয় রয়েছে৷ আর এসপিডি ও গ্রিন পার্টিও ২০২১ সালের তুলনায় অনেক কম ভোট পাবে।

# ট্রাম্পের জয়ে জলবায়ু সম্মেলনে ফের দুশ্চিন্তার কালো মেঘ

**আপনজন ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয় পাওয়ায় বার্ষিক আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলন ‘কপ ২৯’ এ ফের দুশ্চিন্তার কালো মেঘ দেখা দিয়েছে। আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে সম্মেলন শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের এই পালাবদল হুট করে আট বছর আগের স্মৃতি ফিরিয়ে এনেছে। সংশয়ের কারণ, আট বছর আগে ২০১৬ সালের নভেম্বরে মরক্কোর মারাকেশে বসেছিল বার্ষিক জলবায়ু সম্মেলন। সম্মেলন শুরু হয়েছিল ট্রাম্পের জয়ের খবর দিয়ে। উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়েছিল সর্বত্র। কারণ, নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প বারবার জলবায়ু পরিবর্তন ও সেই সম্পর্কিত আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তাকে ফুঁৎকারে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, জলবায়ু আন্দোলন এক ‘ব্যয়বহুল ধাপ্পাবাজি’। যুক্তিহীন, অহেতুক এবং সেটা ‘চীনের স্বার্থে চীনাদের তৈরি’। এসব মন্তব্য ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছিল তার ঘোষণা। বলেছিলেন, প্যারিস চুক্তি থেকে যুক্তরাষ্ট্র বেরিয়ে আসবে। সেই ঘোষণা মারাকেশে সমবেত আন্দোলনকর্মীদের মনে যে হতাশার সৃষ্টি করেছিল, সম্ভবত তারই পুনরাবৃত্তি হতে চলেছে আজারবাইজানের রাজধানী বাকুতে। আগামী সোমবার থেকে সেখানে শুরু হতে চলেছে ‘কপ ২৯’। কে জানে, তিনি প্যারিস চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দ্বিতীয়বারের মতো দেবেন কি না। কিন্তু গত চার বছরের অর্জন যে তিনি নষ্ট করে দিতে পারেন, সেই শঙ্কা পুরো বাকু সম্মেলন জুড়েই থাকবে।

এবার নির্বাচনী প্রচার চলাকালে ট্রাম্প বারবার কড়া ভাষায় প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ‘এনার্জি’ বা শক্তি নীতির সমালোচনা করেছেন। কাজেই মনে করা হচ্ছে, জলবায়ু-সংকট নিরসনে প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি হয়তো দিতে চাইবেন না। জলবায়ু পরিবর্তনের স্বার্থে প্রণোদনা হিসেবে বাইডেন যে ‘ইনফ্লেশন রিডাকশন আইন’ (আইআরএ) পাস করিয়েছিলেন, যার মাধ্যমে ভর্তুকি ও কর-এ ছাড় দিয়ে সেই অর্থ জলবায়ু রক্ষায় লগ্নি করা হচ্ছে, তা প্রত্যাহার করে নিতে পারেন। ‘ড্রিল বেবি ড্রিল’ যাঁর মন্ত্র, প্রচারের সময় বারাবার যিনি জীবাশ্ম জ্বালানিতে বাড়তি লগ্নির কথা শুনিয়েছেন, জলবায়ু নিয়ে যাবতীয় দুশ্চিন্তাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে আরও বেশি করে তেল ও গ্যাস উৎপাদনের ওপর জোর দিয়েছেন, সেই ট্রাম্প দ্বিতীয় দফার রাজত্বে উল্টো পথে হাঁটবেন, তা ভাবা বাতুলতা। ট্রাম্পকে ঘিরে এসব শঙ্কা সত্যি হলে জলবায়ু পরিবর্তনের যাবতীয় অর্জনই বিফলে যাবে। বিশ্বে সবচেয়ে বেশি গ্রিনহাউস গ্যাস নির্গমন করে যুক্তরাষ্ট্র। সবচেয়ে বেশি জীবাশ্ম জ্বালানি উৎপাদনকারী দেশও তারা। ২০৩০ সালের মধ্যে দূষণ নির্গমন ৫০-৫২ শতাংশ কমানোর লক্ষ্যমাত্রা (২০০৫ সালের তুলনায়) তারা নিজেরাই নির্ধারণ করেছিল। সেই লক্ষ্যমাত্রা আদতে ২০১৯ সালে সে দেশের মোট দূষণমাত্রার মাত্র ৪৫ শতাংশ। অর্থাৎ বিরাট কিছু একটা নয়। তবু শুধু সেই লক্ষ্যমাত্রাই শিকেয় উঠবে তা নয়। আশঙ্কা করা হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র অতিরিক্ত ৪০০ কোটি টন নির্গমন বাড়তি করবে।

শঙ্কা সত্যি হলে তা হবে পুরো ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানের বার্ষিক নির্গমনের সমতুল্য। অন্যভাবে বলা যায়, গত পাঁচ বছরে সারা পৃথিবীতে বাতাস, সৌর ও অন্যান্য দূষণমুক্ত নবায়নযোগ্য পরিচ্ছন্ন শক্তি উৎপাদনের মধ্য দিয়ে যা সাশ্রয় হয়েছে, তা দ্বিগুণ অকার্যকর হয়ে যাবে। নবায়নযোগ্য শক্তি উৎপাদনে বিশ্বব্যাপী যে একাগ্রতা এসেছে, ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেসব উদ্যোগও। ধাক্কা খাবে ২০২৪ সালের মধ্যে ওই ক্ষেত্রে দুই ট্রিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রাও।

বিশ্বব্যাপী সবারই প্রথম নজর সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে। কারণ, তা কম খরচে করা যায়। ট্রাম্প আরো বেশি গ্যাস ও তেল উৎপাদনে কূপ খননের নির্দেশ দিলে অন্যত্র তার প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে বাধ্য।

দূষণ নিয়ন্ত্রণে বৈদ্যুতিক গাড়ির চল পাঁচ বছর ধরে সারা পৃথিবীতেই বেড়ে চলেছে। ২০২৩ সালে বিশ্বে যত গাড়ি বিক্রি হয়েছে, তার ১৮ শতাংশ বৈদ্যুতিক। গত এক বছরে এই বিক্রি ৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদ্যুতিক গাড়ির ক্ষেত্রে সবাইকে টেক্কা দিয়েছে চীন। এটা ট্রাম্পের সহ্যের অতীত। কারণ, চীনের উৎপাদন খরচ সবার চেয়ে কম।

# হামাস-হিজবুল্লাহর হাতেই ইসরায়েলি দখলদারিত্বের সমাপ্তি হবে: খামেনি

**আপনজন ডেস্ক:** ইরানের সর্বোচ্চ নেতা সাইয়েদ আলি খামেনি হিজবুল্লাহর প্রয়াত মহাসচিব শহিদ সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহর সাহস এবং কৌশলগত দূরদর্শিতার প্রশংসা করেছেন, যা লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠীটির উল্লেখযোগ্য শক্তি এবং প্রভাবের জন্ম দিয়েছে।

তিনি বলেন, ‘হাসান নাসরুল্লাহর আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা এবং তার সাহস, জ্ঞান এবং ধৈর্যের কারণে হিজবুল্লাহ অসাধারণভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে’। বৃহস্পতিবার তেহরানে ইরানের অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস সদস্যদের সঙ্গে এক বৈঠকে খামেনি এ কথা বলেন।

হিজবুল্লাহ অপরাজেয়

ইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেন, হিজবুল্লাহ এমন এক শক্তি হয়ে উঠেছে, যাকে শত্রুরা পরাজিত করতে পারেনি। যদিও তারা সমস্ত সামরিক, মিডিয়া এবং রাজনৈতিক সম্পদ ব্যবহার করে ফায়দা নিচ্ছে। তিনি বলেন, সাইয়েদ নাসরুল্লাহ ‘একটি স্থায়ী উত্তরাধিকার রেখে গেছেন। আর তা হলো- হিজবুল্লাহ’। যা গত চার দশকে একটি ছোট যোদ্ধা দল থেকে একটি শক্তিশালী শক্তিতে পরিণত হয়েছে এবং একাধিকবার ইসরাইলি দখলদারিত্বকে লেবাননের এলাকা থেকে প্রত্যাহার করতে বাধ্য করেছে। খামেনি বলেন, ‘কেউ যদি মনে করে যে, হিজবুল্লাহ দুর্বল হয়ে গেছে, তারা ভুলের মধ্যে আছে। একদিন গোটা পৃথিবী দেখবে- কিভাবে এই প্রতিরোধ যোদ্ধারা দখলদার ইসরাইলকে পরাজিত করবে’। তিনি আরও বলেন, ‘শত্রু এই সংগঠনকে পরাজিত করতে পারেনি এবং ইনশাআল্লাহ তারা কখনও পারবেও না। একদিন বিশ্ব দেখবে যে, ইসরাইলি দখলদাররা এই যোদ্ধাদের হাতেই পরাস্ত হবে’।

# জর্ডানে ইসরাইলপন্থী কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধ

**আপনজন ডেস্ক:** আরব বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিশ্লেষক আব্দুল বারি আতওয়ান জর্ডানে ‘ক্যারেফোর’ কোম্পানির বিক্রয়কেন্দ্রগুলো বন্ধের বিষয়টিকে ইসরাইলের সাথে আপোষকারী সরকারগুলোর জন্য একটি সতর্কবার্তা হিসেবে অভিহিত করেছেন।

রাই আল ইয়াউমের এক নিবন্ধে তিনি লিখেছেন, ইসরাইলের প্রতি সমর্থন দেয়ার কারণে জর্ডানের জনগণ ক্যারেফোর কোম্পানিকে বয়কট করার সিদ্ধান্ত নেয়। এর ফলে জর্ডানে কোম্পানিটির সব শাখা বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে। এ সম্পর্কে আব্দুল বারি আতওয়ান লিখেছেন, ইসলামি প্রতিরোধ সংগ্রামীদের আক্রমণের নানা সুখবরের পাশাপাশি এটাও একটা সুখবর। কারণ, জর্ডানের জনগণ ইসরাইলের সমর্থক কোম্পানি ক্যারেফোরকে বয়কট করেছে। এ কারণে কোম্পানিটি জর্ডান থেকে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

এই আরব বিশ্লেষক আরো বলেছেন, আমাদের শত্রু ইসরাইলের সাথে আরব শাসকদের লজ্জাজনক ও বিশ্বাসঘাতকতামূলক সহযোগিতার মধ্যে জর্ডানের জনগণ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তাতে আমরা খুশি না হয়ে পারি না। এটাকে ইসরাইলপন্থী কোম্পানি ও ব্র্যান্ডের বিরুদ্ধে বয়কট আন্দোলনের একটা বড় সাফল্য হিসেবে গণ্য করতে হবে।

আবদুল বারি আতওয়ান আরো লিখেছেন, এই ঘটনার একটা উচ্চ আধ্যাত্মিক মূল্য রয়েছে। কারণ এটি জনগণের পক্ষ থেকে প্রতিরোধের নিদর্শন। জনগণ যে আরব দেশগুলোর সরকারের নীরবতা ও নিষ্ক্রিয়তাকে পছন্দ করছে না সেটার প্রমাণ হলো জর্ডানে ইসরাইলপন্থী কোম্পানির ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়া। এটা ইসরাইলের গণহত্যার বিরুদ্ধে জনগণের শক্তিশালী এবং দাঁতভাঙা প্রতিক্রিয়া।

যারা বেয়নেট এবং অস্ত্র দিয়ে জনগণকে শাসন করতে চায় তাদের জন্যও এটা সতর্কবার্তা বলে তিনি মন্তব্য করেন।

**ছড়িয়ে-ছিটিয়ে**

## বিদ্রোহীদের জন্য আলোচনার দরজা খোলা: মায়ানমার জান্তাপ্রধান

**আপনজন ডেস্ক:** বিদ্রোহীরা সত্যিকারের শান্তি চাইলে তাদের জন্য আলোচনার দরজা খোলা রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মায়ানমার জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং। বর্তমানে চীন সফরে রয়েছেন তিনি। সেখানে তিনি চীনের প্রধানমন্ত্রী লি চিয়াংয়ের সঙ্গে নিজ দেশের গৃহযুদ্ধের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

মায়ানমারের রাষ্ট্রীয় মিডিয়া বলেছে, ২০২১ সালের অভ্যুত্থানে ক্ষমতা দখলের পর বিদেশে মায়ানমারের জান্তাপ্রধানের এটাই প্রথম সফর। মঙ্গলবার (৫ নভেম্বর) সকালে মিন অং হ্লাইং চীনে পৌঁছেছেন। জান্তাপ্রধান এই সফরে চীনে বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক বৈঠক করবেন।

গ্লোবাল নিউ লাইট অব মায়ানমার (জিএনএলএম)-এর বৈঠকের বিবরণ অনুসারে, জান্তাপ্রধান মিন অং হ্লাইং দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর কুনমিংয়ে এক বৈঠকে চীনের প্রধানমন্ত্রী লিকে বলেছেন, ‘সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো রাজি হলে সামরিক বাহিনী শান্তির জন্য প্রস্তুত।’

জিএনএলএম প্রতিবেদন অনুসারে, মিন অং হ্লাইং লিকে বলেছেন, ‘যদি তারা (বিদ্রোহীরা) সত্যিকারের শান্তি চায় তাহলে শান্তির দরজা সব সময় খোলা থাকবে।’ ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে সেনাবাহিনী অং সান সু চির নির্বাচিত সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর থেকে মায়ানমার সেনাবাহিনী এবং জান্তাবিরোধী বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়।

গত বছর থেকে বিদ্রোহীদের বড় ধরনের আক্রমণের সম্মুখীন হয়েছে মায়ানমার জান্তা বাহিনী। এর পর থেকে তারা বেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বিরোধীরা মায়ানমারের বিভিন্ন এলাকা এবং চীনের সীমান্তের কাছে একটি বিশাল এলাকাও দখল করে নিয়েছে।

চীন মায়ানমার সেনাবাহিনীকে অস্ত্র সরবরাহ এবং রাজনৈতিক সমর্থন প্রদান করে আসছে।

এমনকি তাদের নৃশংস দমন-পীড়নের বিষয়টি এড়িয়ে জেনারেলদের সমর্থন করছে। তবে তাদের দোরগোড়ায় বিশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বিগ্ন বেইজিং।

কুনমিং বৈঠকের বিষয়ে চীনের রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, লি মায়ানমারে চীনা নাগরিক ও প্রকল্পগুলোর সুরক্ষা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিয়েছেন। গত মাসে মান্দালেতে চীনা কনস্যুলেটে লক্ষ্য করে বিস্ফোরণ ঘটে। এতে কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, তবে বেইজিং এ নিয়ে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে।

**সেহেরী ও ইফতারের সময়**

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.২২মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.০১মি.

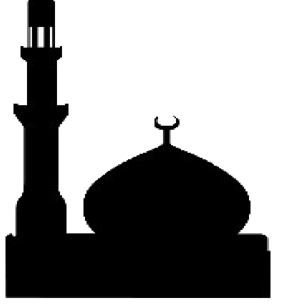

**নামাজের সময় সূচি**

| ওয়াক্ত | শুরু | শেষ |
|---|---|---|
| ফজর | ৪.২২ | ৫.৪৫ |
| যোহর | ১১.২৬ | |
| আসর | ৩.২০ | |
| মাগরিব | ৫.০১ | |
| এশা | ৬.১৩ | |
| তাহাজ্জুদ | ১০.৪১ | |

## ফিলিস্তিনি ইমামকে ৩ বছরের কারাদণ্ড

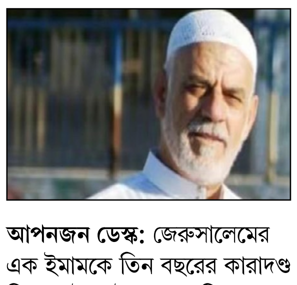

**আপনজন ডেস্ক:** জেরুসালেমের এক ইমামকে তিন বছরের কারাদণ্ড দিয়েছে ইসরাইল। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, গত বছর একটি খুতবাতে তিনি সহিংসতা উস্কে দিয়েছিলেন। বুধবার (৬ নভেম্বর) মিডল ইস্ট আইয়ের এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। দণ্ডিত ইমাম শেখ জামাল মুস্তফা (৭০) জেরুজালেমের ইসাওয়াইয়া পাড়ার একটি মসজিদে ইমামতি করতেন। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত বছর ৭ সেপ্টেম্বর ইসরাইলে হামলা করে হামাস। এ সময় তাদের সমর্থনে খুতবা দেন ইমাম মুস্তফা।

# ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত নিয়োগের অনুমোদন আয়ারল্যান্ডের

**আপনজন ডেস্ক:** প্রথমবারের ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূত নিয়োগের অনুমোদন দিল ইউরোপের দেশ আয়ারল্যান্ড।

আয়ারল্যান্ডের সরকারি সূত্র এরই মধ্যে ঘোষণা করেছে, দেশটিতে ফিলিস্তিনি প্রতিনিধি দলের প্রধান জিলান ওয়াহবা আব্দুল মাজিদ রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

গত মে মাসে আয়ারল্যান্ডসহ ইউরোপের বেশ কয়েকটি দেশ ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ফিলিস্তিনও গত অক্টোবরে ঘোষণা করেছিল তারা আয়ারল্যান্ডের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক আরও বাড়াতে দূতাবাসে তাদের প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে। বর্তমানে তারা আয়ারল্যান্ডে নিজেদের রাষ্ট্রদূত হিসেবে একজনকে বেছে নিয়েছে।

ফিলিস্তিনি জনগণের ওপর ইহুদিবাদী সেনাবাহিনীর চালানো গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারী কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের অন্যতম আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র। আয়ারল্যান্ডের প্রতিনিধিরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বহুবার ইসরায়েলি অপরাধের সমালোচনা করেছে।

# শক্তিশালী হারিকেনের তাণ্ডব; বিদ্যুৎহীন সমগ্র কিউবা

**আপনজন ডেস্ক:** শক্তিশালী হারিকেন রাফায়েলের আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে ক্যারিবিয়ান দেশ কিউবা। স্থানীয় সময় বুধবার (৬ নভেম্বর) সন্ধ্যায় ক্যাটাগরি-৩ এই হারিকেনটি দেশটির উপকূলে আছড়ে পড়ে। আর এতে করে বিদ্যুৎহীন হয়ে পড়েছে সমগ্র কিউবা। মূলত হারিকেন রাফায়েলের জেরে তীব্র বাতাসের কারণে এই সংকটের মুখে পড়েছে দেশটি। বৃহস্পতিবার (৭ নভেম্বর) এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঘন্টায় ১৮৫ বিলোমিটার (১১৫ মাইল) বেগে হারিকেন রাফায়েল কিউবায় আঘাত হানার পর ক্যারিবিয়ান এই দ্বীপটি দেশব্যাপী ব্ল্যাকআউটের শিকার হয়েছে। দেশটির জাতীয় শক্তি সংস্থার এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “হারিকেন রাফায়েলের কারণে সৃষ্ট শক্তিশালী বাতাসের কারণে জাতীয় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গেছে”।

বিবিসি বলছে, বুধবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় জলোচ্ছ্বাস, আকস্মিক বন্যা এবং কাদা ধসের সতর্কতাসহ ক্যাটাগরি-৩ এই ঝড়টি কিউবার স্থলভাগে আছড়ে পড়ে। তবে এর আগেই কমপক্ষে ৭০ হাজার মানুষকে তাদের বাড়িঘর থেকে সরিয়ে নেয় কিউবান কর্তৃপক্ষ। মূলত কিউবার জ্বালানি অবকাঠামোর কিছু সমস্যার কারণে গত অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে ব্ল্যাকআউটের জেরে চার দিন ধরে দেশটির লাখ লাখ লোক বিদ্যুৎবিহীন অবস্থায় ছিল।

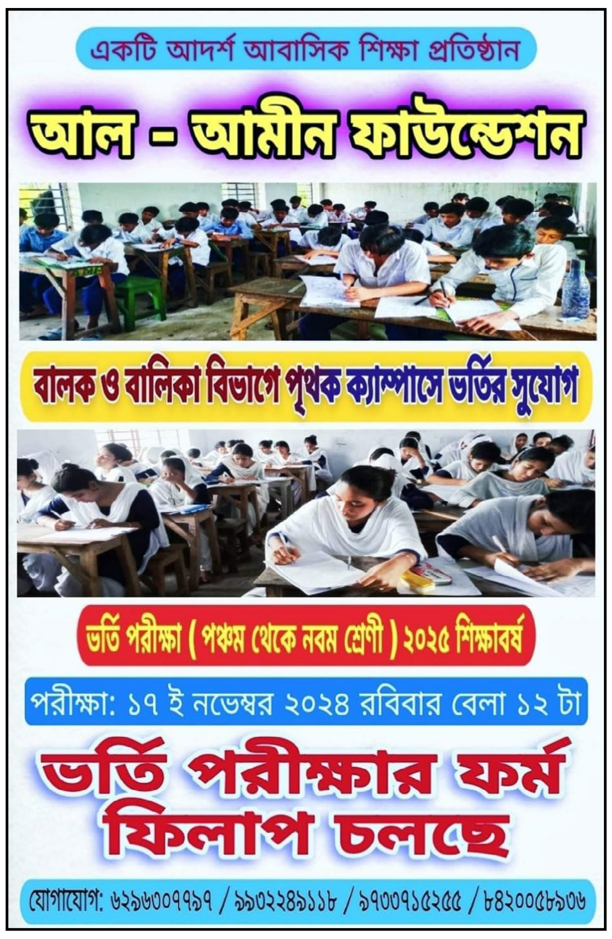

আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর
১৯ বর্ষ, ৩০১ সংখ্যা, ২৩ কার্তিক ১৪৩১, ৫ জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৬ হিজরি

## ‘দ্বিধার পৃথিবী’

অর্থনীতি হইল জাতীয় নিরাপত্তার ইঞ্জিন। এই অর্থনীতি আবার প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় রাজনীতি দ্বারা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকিলে অর্থনীতির চাকা দুর্বার গতিতে ছুটিতে পারে। অন্যদিকে, অর্থনৈতিক সংকটের উত্পত্তি ঘটে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতার কারণে। আজিকার মহা প্রতিযোগিতার বিশ্বে বৃহত্ শক্তিগুলির মধ্যে যে ধরনের ‘রাজনৈতিক খেলা’ চলিতেছে, তাহা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য কী বহিয়া আনিবে, তাহাই বিবেচ্য। বিশেষত, পরাশক্তিগুলির মধ্যকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-কলহের কারণে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলিকে বরণ করিতে হইতেছে নানাবিধ অনভিপ্রেত দুর্বিপাক ও দুর্দশা। বৃহত্ অর্থনৈতিক শক্তিগুলির মধ্যে যে অস্থিরতা চলিতেছে, তাহার অভিঘাতে বিক্ষত হইতেছে ডেভলপিং নেশনস। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পক্ষগুলির মধ্যে চলমান যুদ্ধে আক্রান্ত অঞ্চলই কেবল ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে না, ইহার ফলে দরিদ্র দেশগুলির অবস্থাও অতি শোচনীয় হইয়া পড়িতেছে। ‘রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়’—যুগ যুগ ধরিয়া শুনিয়া আসা এই কথাই বর্তমান বিশ্বে বড় বাস্তবতা। বৃহত্ শক্তিগুলির দ্বন্দ্বে বিশ্বের কোন কোন দেশ উত্তাল হইয়া উঠিতেছে, তাহার হদিস রাখাই যেন দুষ্কর! কারণ, সহিংস হউক বা অহিংস, সরকারগুলিকে একধরনের রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়া যাইতে হইতেছে। এই অস্থির ঢেউয়ে আক্রান্ত প্রতিটি মহাদেশই।

অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাই ইহার এক নম্বর কারণ। একটি সময় ছিল, যখন ‘পরাশক্তি (সুপার পাওয়ার)’ বলিতে আমরা দুইটি বলয় বা পক্ষকে বুঝিতাম, কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় আরো অনেক সুপার পাওয়ারের আবির্ভাব ঘটিয়াছে। সামরিক শক্তিমত্তার কলেবর বাড়াইতে সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে পূর্বের শক্তিগুলিরও। কানেকটিভিটির বিশ্বে ইহা এমন এক ব্যবস্থা, যেইখানে ক্ষুদ্র দেশগুলিও কোনো একটি পক্ষে নাম লেখাইতে বাধ্য। এই অর্থে, বৃহত্ শক্তিগুলির মধ্যে কোনো বিবাদ দেখা দিলে তাহাতে যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে জড়াইয়া পড়িতেছে ক্ষুদ্র দেশগুলি, তথা উন্নয়নশীল বিশ্ব। ইহার ফলে ঐ সকল উন্নয়নশীল দেশের জাতীয় জীবনেও নামিয়া আসিতেছে একধরনের অস্থিরতা, অনিশ্চয়তা ও দ্বিধা।

বর্তমান বাস্তবতায় বৈশ্বিক অর্থনীতিকে হাতের মুঠোয় রাখিবার জন্যই তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইয়াছে সুপার পাওয়ারগুলি। ইহার ফলে যুদ্ধবিগ্রহ কেবল বাড়িতেছেই। সৃষ্টি হইতেছে নূতন নূতন সংকট। এই সকল সংকট বা সংকটাবস্থা বৃহত্ রাষ্ট্রগুলি সামলাইতে পারিলেও দরিদ্র দেশগুলি পড়িয়া যাইতেছে অর্থনীতির গভীর খাদে। উদ্ভূত সংকট হইতে নিষ্কৃতি লাভে কোনো একটি পক্ষের সঙ্গে চলিতে গিয়া পড়িয়া যাইতেছে নূতন বিপদে। অনিশ্চয়তার বেড়াজালে আবদ্ধ হইয়া হাঁসফাঁস করিতেছে অনেক দেশ। বিশ্বব্যাংক বহুকাল পূর্ব হইতেই মন্দার আশঙ্কা করিয়া আসিতেছে। সত্যি বলিতে, বিশ্বব্যাপী মন্দা চলিতেছে! ইহা যে পরাশক্তিগুলির মধ্যকার প্রতিযোগিতার সাইড ইফেক্ট, তাহা আজ পরিষ্কার। অর্থাত্, অস্থিতিশীল বৈশ্বিক রাজনীতি উন্নয়নশীল বিশ্বের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ডকে একেবারে ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতেছে। ইহা তো মহা মুশকিলের কথা!

সংঘাত-যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া যায়, তখন ক্লান্ত-পরিশ্রান্ত মানুষের কপালে জোটে করের বোঝা—ঋণ, রাশি রাশি বিধবা আর কাঠের পা। অর্থাত্, পরাশক্তিগুলি যখন যুদ্ধ থামাইবে, তখন বিশ্বের চূড়ান্ত অবস্থা কীরূপ হইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। সেই সময় উন্নয়নশীল বিশ্বের চিত্র কেমন হইবে? যুদ্ধজাত অস্থিরতা এড়াইয়া যাওয়ার চেষ্টা করিলেও তাহা হইতে কি নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে? পরাশক্তিগুলির মধ্যকার দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ যেইহেতু শীঘ্র শেষ হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না, কাজেই আমাদের ভবিষ্যতের পৃথিবী হইবে ‘দ্বিধার পৃথিবী’। সেই পৃথিবীতে নিশ্চিতভাবে অপেক্ষা করিতেছে আরো বড় বিপদ! পরাশক্তিসৃষ্ট অস্থিরতা এবং তাহার কারণে উন্নয়নশীল বিশ্বের দুর্দশার উত্তরণ ঘটিবে কীভাবে, তাহাই বড় চিন্তা!

# তালিবানের হাত থেকে আফগানিস্তানের নিয়ন্ত্রণ আলগা হয়ে যাচ্ছে

দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসনের তৃতীয় বছরে এসে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের ওপর বিরোধিতার মাত্রা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। এই বিরোধিতা আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। ২০২১ সালের আগস্টে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট আফগানিস্তান থেকে তড়িঘড়ি করে সরে আসার সময় ট্যাংক, যুদ্ধবিমানসহ যেসব সমরাস্ত্র ফেলে যায়, সেগুলো দিয়েই তালিবান যোদ্ধারা সম্প্রতি তাঁদের ক্ষমতা দখলের তৃতীয় বছর পূর্তি উদযাপন করেছেন। লিখেছেন **ক্রিস ফিটজেরাল্ড...**

দ্বিতীয় পর্যায়ের শাসনের তৃতীয় বছরে এসে আফগানিস্তানের তালিবান সরকারের ওপর বিরোধিতার মাত্রা ক্রমাগতভাবে বাড়ছে। এই বিরোধিতা আফগানিস্তানের স্থিতিশীলতাকে হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে। ২০২১ সালের আগস্টে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জোট আফগানিস্তান থেকে তড়িঘড়ি করে সরে আসার সময় ট্যাংক, যুদ্ধবিমানসহ যেসব সমরাস্ত্র ফেলে যায়, সেগুলো দিয়েই তালিবান যোদ্ধারা সম্প্রতি তাঁদের ক্ষমতা দখলের তৃতীয় বছর পূর্তি উদযাপন করেছেন।

কিন্তু এই উদ্‌যাপন ও সামরিক শক্তি প্রদর্শন সত্ত্বেও তালিবান যোদ্ধারা একাধিক ফ্রন্টে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছেন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ায় খেলাফত প্রতিষ্ঠা করতে চাওয়া সশস্ত্র গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট খোরাসানকে (আইএস-কে) বাগে আনতে ব্যর্থ হয়েছে তালিবান।

২০২১ সালের ২৬ আগস্ট কাবুল বিমানবন্দরের বাইরে ভয়াবহ বোমা হামলার জন্য আইএস-কে দায়ী করা হয়। হামলায় ১৭০ জন আফগান ও ১৩ জন মার্কিন সেনা নিহত হয়েছিলেন। কাবুল থেকে পশ্চিমা বাহিনীগুলো সরিয়ে নেওয়ার মধ্যেই এই ঘটনা ঘটেছিল।

আইএস-কে সন্ত্রাসী হামলা অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জানুয়ারি মাসে কাবুলে হাজারা সম্প্রদায়ের ওপর হামলা, এপ্রিল মাসে হেরাথে সংখ্যালঘু শিয়া সম্প্রদায়ের মসজিদে হামলা করে ছয়জনকে হত্যা এবং মে মাসে বামিয়ানে তিনজন স্প্যানিশ পর্যটককে হত্যা। এ মাসেই কাবুলের একটি জনবহুল বাজারে বিস্ফোরণে ১১ জন আহত হওয়ার ঘটনার পেছনে আইএস-কে দায়ী বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

আইএস-কে তাদের শক্তি বাড়াচ্ছে। গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক করেছিল যে তালিবানের অসন্তুষ্ট কর্মীদের দলে ভেড়াচ্ছে আইএস-কে। তারা আরও সতর্ক করেছিল, তালিবানের গোয়েন্দা শাখা (জিডিআই) ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আইএস-কে এর অনুপ্রবেশ ঘটছে। জুলাই মাসে জিডিআই থেকে আইএস-কে-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে সন্দেহভাজন ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারির সময়, একজন তালিবান কমান্ডারের একটি বক্তব্য খুব বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, ‘তোমাদের কাঠে ঘড়ি আছে, আর আমাদের আছে সময়’। আফগানিস্তানের নাজুকতা বোঝাতে এটা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

তালিবান সরকার চাইছে আন্তর্জাতিক পরিসরে বৈধতা। কিন্তু তালিবানের এই চাওয়াকে ব্যঙ্গ করে প্রত্যাখ্যান করেছে আইএস-কে। তারা বলছে যে তালিবান পশ্চিমাদের কাছে নতি স্বীকার করেছে। আইএস-কে-এর এই অবস্থান অনেক অসন্তুষ্ট আফগানকে দলে টানতে প্রভাবিত করছে।

একই সঙ্গে তালিবান শাসকেরা ইসলামিক স্টেট খোরাসানকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হওয়ার বিষয়টিও অনেক আফগানের চোখে শাসকদের দুর্বলতা হিসেবে পরিগণিত হচ্ছে। ফলে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় বসার পর স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তা নিয়ে তালিবান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেটা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে তারা।

অন্য সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর প্রতিরোধও বাড়ছে। সাবেক জেনারেল ইয়াসিন জিয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত তালিবানবিরোধী শক্তি আফগানিস্তান ফ্রিডম ফ্রন্ট (এএফএফ) দেশজুড়ে তালিবানের ওপর হামলা বাড়িয়েছে।

গত ১৫ দিনে এএফএফ গোষ্ঠীটি ৭ প্রদেশে ১৫টির বেশি হামলা চালিয়েছে। এর মধ্যে ফরিয়াব প্রদেশে একটি সামরিক কম্পাউন্ডে হামলায় দুজন তালিবান সেনা নিহত হন। এ ছাড়া কাবুল বিমানবন্দরের সামরিক বিভাগে তারা রকেট হামলা করেছে।

এর আগে গত ১৮ অক্টোবর এএফএফ তালিবানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হামলা করেছিল। সেই হামলায় চারজন তালিবান যোদ্ধা

আইএস-কে তাদের শক্তি বাড়াচ্ছে। গত জুনে যুক্তরাষ্ট্র সতর্ক করেছিল যে তালিবানের অসন্তুষ্ট কর্মীদের দলে ভেড়াচ্ছে আইএস-কে। তারা আরও সতর্ক করেছিল, তালিবানের গোয়েন্দা শাখা (জিডিআই) ও সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ে আইএস-কে এর অনুপ্রবেশ ঘটছে। জুলাই মাসে জিডিআই থেকে আইএস-কে-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টতা আছে সন্দেহভাজন ২০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারির সময়, একজন তালিবান কমান্ডারের একটি বক্তব্য খুব বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, ‘তোমাদের কাঠে ঘড়ি আছে, আর আমাদের আছে সময়’। আফগানিস্তানের নাজুকতা বোঝাতে এটা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

হন। হামলার পর এক বিবৃতিতে এএফএফ বলে, তালিবানের নিরাপত্তা নিয়ে ‘মিথ্যা বিভ্রম ভেঙে পড়েছে’।

এএফএফ গোষ্ঠীটি আফগানিস্তানের ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফ্রন্টের (এনআরএফ) সঙ্গে সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

সোভিয়েতবিরোধী যুদ্ধের অন্যতম নেতা ও আফগান নায়ক আহমদ শাহ মাসুদের ছেলে আহমদ মাসুদ এখন এনআরএফের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

এনআরএফ দিন দিন আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছে। ২৪ অক্টোবর তারা কাবুল ও ফরিয়াব প্রদেশে হামলা করে। সেই হামলায় ছয়জন তালিবান যোদ্ধা নিহত হন। এর দুই দিন আগে ২২ অক্টোবর ফারাহ প্রদেশে আরেক হামলায় একজন তালিবান যোদ্ধা প্রাণ হারান।

সবকিছু বিবেচনায়, তালিবানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর আত্মবিশ্বাস বাড়ছেই। তালিবানের ক্ষমতা দখলের তৃতীয় বছর পূর্তিতে এএফএফ এক বিবৃতিতে তালিবানবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে আরও ‘ঐক্য, সংহতি ও জোটবদ্ধতার’ ডাক দিয়েছে।

নির্বাসিত ওয়ারলর্ড আবদুল রশিদ দোস্তম সম্প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় তালিবান সরকার উৎখাতের আহ্বান জানান।

তালিবান এখনো বিরোধীদের ওপর কর্তৃত্ব করতে পারছে, কিন্তু তাদের আন্তর্জাতিক বৈধতার কমতি আছে। জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে আফগানিস্তানের আসন ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানাতে আমরা দেখেছি। এ ঘটনা তালিবান শাসকদের প্রতি চলমান অপমানের ধারাবাহিকতা।

কোনো দেশই আনুষ্ঠানিকভাবে তালিবান সরকারের স্বীকৃতি দিতে আগ্রহী নয়। সম্প্রতি ব্রিকস সম্মেলনে প্রতিবেশী ভারত ও চীন বলে দিয়েছে যে নারীদের প্রতি আচরণ উন্নত ও নিরাপত্তা পরিস্থিতি উন্নত না করলে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না।

তালিবান সরকারকে যত দিন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বৈধতার কমতি থাকবে, তত দিন প্রতিরোধ গোষ্ঠীগুলো তাদের দুর্বল করতে উৎসাহিত হবে। ২০০১ সালের মতো তালিবানবিরোধী এই গোষ্ঠীগুলোকে যদি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সমর্থন দেয়, তাহলে তারা সত্যিকারের বিপদে পড়বে।

তালিবান শাসকেরা এই পরিস্থিতিতে তাদের কঠোরতা বাড়িয়েছে। সম্প্রতি জীবন্ত জিনিসের ছবি নিষিদ্ধ করে তালিবান সমাজের মধ্যে নতুন উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে। টেলিভিশন, কম্পিউটার, মুঠোফোনে ছবি ও ভিডিও প্রচার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। টেলিভিশনগুলোকে এখন বাধ্যতামূলকভাবে শুধু অডিও প্রচার করতে বাধ্য করা হচ্ছে। গত বছর তালিবান গানকে নিষিদ্ধ করে।

সাংবাদিক ও নাগরিক সমাজকে লক্ষ্যবস্তু করা অব্যাহত রেখেছে তালিবান। রিপোর্টার্স উইদাউট বর্ডারের তথ্য বলছে, ২০২১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ১৪১ জন সাংবাদিককে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

নারীদের ক্ষেত্রে বলা চলে, তালিবান তাদের জীবনের ওপর প্রায় পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করছে। প্রায় সব ধরনের শিক্ষা এবং প্রায় সব খাতের চাকরি নারীদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিউটি পারলার ও ন্যাশনাল পার্কে নারীদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার পর তাঁদের ওপর নৈতিকতা আইন চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নারীদের বিরুদ্ধে সহিংসতা ব্যাপক মাত্রায় বেড়েছে। জাতিসংঘ বলছে, পরিস্থিতি ‘বিশ্বে সবচেয়ে খারাপ’। তালিবানের এই দমন-পীড়ন তাদের বিরুদ্ধে নতুন নতুন প্রতিরোধের জন্ম দিচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারির সময়, একজন তালিবান কমান্ডারের একটি বক্তব্য খুব বিখ্যাত হয়ে আছে। তিনি বলেছিলেন, ‘তোমাদের কাঠে ঘড়ি আছে, আর আমাদের আছে সময়’। আফগানিস্তানের নাজুকতা বোঝাতে এটা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

আফগানিস্তানে স্থানীয় শাসক ও বিদেশি সম্রাট শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে একজনের পর অন্যজন আসা-যাওয়া করেছে। তালিবান শাসন ঘিরে সম্ভবত এখন ঘড়ির কাটা ও সময় ঘুরছে।

***ক্রিস ফিটজেরাল্ড, রাজনীতি, মানবাধিকার ও আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ের লেখক***
***এশিয়া টাইমস থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে অনূদিত***

# মার্কিন নির্বাচনে ওভার ট্রাম্পড

**তন্ময় সিংহ**

১৩২ বছর পর আমেরিকায় ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করে ও প্রায় সমস্ত নির্বাচনী অপিনিয়ন পোল এবং এক্সিট পোলের ফলাফল ব্যর্থ ঘোষণা করে ফিরে এলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে। জুন মাসের ইলেকশন ডিবেটে আমেরিকান প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিতর্ক সভায় অসহায় পারফরম্যান্সের পরেই মোটামুটি ঠিক হয়ে গেছিল এবারের নির্বাচনের ভাগ্য। এরপর তিনি ঠিক করেন সরে যাবেন নির্বাচন থেকে এবং কমলা হ্যারিস কে ডেমোক্র্যাটদের তরফ থেকে প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করে শেষ কামড় দেওয়ার চেষ্টা করেছিল ডেমোক্র্যাটরা।

কমলা হ্যারিস প্রার্থী হওয়ার সাথে সাথে ডেমোক্র্যাটরা ভাবতে থাকেন একজন ভারতীয় বংশোদ্ভুত, আফ্রিকান আমেরিকান দুই অভিবাসীর সন্তান মহিলা সাধারণ মানুষের সহানুভূতি পাবেন এবং আমেরিকাতে প্রথম মহিলা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবে। এই উন্মাদনা নিয়ে লক্ষ লক্ষ ডেমোক্র্যাট স্বেচ্ছাসেবক, প্রাক্তন ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্টরা এবং শোয়েনস্টাইগারের মত আমেরিকার সেলিব্রেটিরা প্রচার করলেও এবং কমলা হ্যারিসের ও হিলারি ক্লিনটনের মতনই ২০২৪ এর নির্বাচনী জয় টীকা পড়ার সৌভাগ্য হলো না। লেডি গাগার “দ্য এজ অফ গ্লোরি” গানের সাথে ডেমোক্র্যাটদের নির্বাচনী প্রচারের পরিসমাপ্তি ঘটলেও ফলাফলে সাফল্য অধরাই রয়ে গেল।

অন্যদিকে ২০১৬ থেকে ২০২০ সালে আমেরিকান রাষ্ট্রপতি থাকার পর ডোনাল্ড ট্রাম্প, জো বাইডেনের হাতে পরাজিত হওয়ার পর ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় বিরোধিতা করেন। পরবর্তীকালে একাধিক মামলাতে জড়িয়ে পড়েন এবং জুরিদের বিচারে আদালতে ফৌজদারি মামলাতে অভিযুক্ত হন। এরপরেও ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রচারে আমেরিকার ইলন মাস্কের মতন অতি প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায় এবং ভোটারদের প্রভাবিত করার সমস্ত মাধ্যম সক্রিয় হয়। প্রচারে আততায়ীদের আক্রমণ এবং জো বাইডেনের নরম বিতর্ক প্রথম দিকের ডিবেটে ট্রাম্পকে এগিয়ে দিলেও, কমলা হ্যারিস এই ব্যাবধান কমিয়ে দিচ্ছে মনে হলেও শেষ পর্যন্ত সমস্ত ক্ষেত্রেই ডোনাল্ড ট্রাম্প নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য আমেরিকার রাষ্ট্রপতি হিসেবে নির্বাচিত হলেন।

প্রাথমিকভাবে যেটুকু তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তাকে দেখা যাচ্ছে শহরাঞ্চলে কমলা হ্যারিস এগিয়ে থাকলেও আমেরিকার গ্রামীণ ও শহরতলীতে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিপুল ব্যবধানে জিতে এসে শহরাঞ্চলে নেওয়া কমলা হ্যারিসের লিড অতিক্রম করে এগিয়ে গিয়েছেন।

আমেরিকার সাতটি সুইং স্টেটের ফলাফল যা আগে ট্রাম্পের বিপক্ষে ১-৬ ছিল, এই নির্বাচনে ট্রাম্পের ৭-০ তে এগিয়ে যাওয়া, এই নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয় লাভ নিশ্চিত করেছে। আমেরিকার নির্বাচন ব্যালটে সম্পন্ন হওয়ায় হয়তো সমস্ত ভোট গণনা হতে এক সপ্তাহ লাগতে পারে কিন্তু প্রাথমিকভাবে পাওয়া ভোট আমেরিকার প্রায় ৫১ শতাংশ মানুষের পছন্দের প্রার্থী হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পুনরায় নির্বাচিত করেছে। এখন পর্যন্ত ২৭৭টি ইলেক্টোরাল ভোট ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছেন ম্যাজিক ফিগার যেখানে ২৭০ এবং সর্বোচ্চ তিনি ৩১২ টি পর্যন্ত পেতে পারেন সম্পূর্ণ ভোট গণনা শেষ হলে। অন্যদিকে কমলা হ্যারিস পেতে পারেন ২২৬ টি ভোট।

উপমহাদেশের ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয় খুবই ইঙ্গিতবাহী। ভারতের পক্ষে সুবিধা জনক, অতীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের হয়ে নির্বাচনী প্রচারের মত ক্যাম্পেইন করেছিলেন। সেই সুবাদে আশা করা যায় উপমহাদেশে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থনের হাত সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের দিকেই থাকবে।

আবার আমাদের প্রতিবেশী এক রাষ্ট্রের নির্বাচিত সরকারের পতনে ডেমোক্র্যাটদের ভূমিকা সন্দেহাতীত। আশা করা যায় অতীত ভবিষ্যতে আমরা গণতন্ত্রের দ্রুত পুনঃ স্থাপন দেখতে পাবো প্রতিবেশী রাষ্ট্রে। চীন ও আমেরিকার টানাপোড়েনের এর মাঝে ভারতের সঙ্গে প্রতিবেশীদের সম্পর্ক আগামী দিনে কোন খাতে বয়, নজর থাকবে সবার।

সারা বিশ্ব জুড়ে বর্তমানে গণতন্ত্র ভঙ্গুর এবং মানবিক। গতবার নির্বাচনে পরাজয়ের পর ডোনাল্ড ট্রাম্পের সমর্থকদের হিংসা ও সাংবিধানিক গণতন্ত্রের প্রতি অসূয়া প্রদর্শনের পরেও রিপাবলিকান প্রার্থীর পুনঃনির্বাচন সারা বিশ্ব জুড়ে চলতে থাকা অতি দক্ষিণপন্থী মনোভাবের প্রতি জনগণের নীরব সমর্থনের পরিচয় দেয়। যদিও বয়স্ক বাইডেনের শাসনকালে আমেরিকার অর্থনীতির অবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলি বাধ্য করেছে নিরপেক্ষ জনসাধারণকে চরমপন্থার দিকে আস্থা করতে। মামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পরেও বাইনারি সিস্টেমের নির্বাচনে যখন জনগণ স্বৈরাচারী উচ্চাকাঙ্ক্ষীর প্রতি পুনরায় নিরঙ্কুশ আস্থা প্রদর্শন করে, আগামী দিনের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের দিকে গভীর ইঙ্গিত বহন করে।

এবারেও হিলারি ক্লিনটনের মত আমেরিকানরা কমলা হ্যারিস কে পরাস্ত করে, দেশের সর্বোচ্চ পদের লড়াইয়ে আরেকবার “গ্লাস সিলিং” অক্ষত রেখে কোটি কোটি আমেরিকান মহিলাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলো। কোভিড পরবর্তী বিশ্বে বিশ্বজুড়ে আমেরিকার দাদাগিরির পতন ও ডলারের দাম পড়ার পর, চীনের আধিপত্য বিস্তারের পর বর্তমানে আমেরিকার হাঁসফাঁস অবস্থা । বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে চলতে থাকা যুদ্ধ গুলিতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আমেরিকার ভূমিকা নতুন রাষ্ট্রপতির সময়ে কিভাবে প্রতিফলিত হয় এবং বিখ্যাত “আমেরিকান ড্রিম” যা সব সময় আশা, ন্যায় বিচারের দাবিতে স্পন্দিত হয় সেদিকেও লক্ষ্য থাকবে সবার।

পুনশ্চ:: অন্য অনেকের মতন এই প্রাবন্ধিকের ও মনে হয়েছিল এই নির্বাচনে শেষ হাসি ফটোফিনিশ হলেও কমলা হ্যারিস ই হাসবেন। নির্বাচনের ফলাফল সত্যিকারের “ট্রাম্প কার্ড” কমলা হ্যারিস কে “ওভার ট্রাম্পড” করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

প্রথম নজর

# মাধ্যমিক টেস্টের আগে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে মহড়া 'অনুসন্ধান'-এর

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা**

**আপনজন:** লম্বা পুজোর ছুটি, স্কুল খুলেই সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা। এরকম এক সময়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য কী ধরনের সহযোগিতা প্রয়োজন, তার সমস্তটা মিলিয়ে রবিবার (৩মে ২০২৪) অনলাইনে সংক্ষিপ্ত এক আলাপচারিতার আয়োজন করেছিল অনুসন্ধান সোসাইটি। ছিলেন মাধ্যমিকে ৭টি বিষয়ের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এই সময়ে নানারকম মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে ছাত্র-ছাত্রীরা, তাই তাদের জন্য ছিলেন বিশিষ্ট মনোবিদ সঞ্জিত সেনগুপ্ত, তৃণা গুহ ঠাকুরতা। তাছাড়া অনেক সময়েই সর্দি কাশি বাঁধিয়ে বসে ছেলেমেয়েরা, সারতেই চায় না কিছুতে, তাদের জন্য এদিন ছিলেন বিশিষ্ট চিকিৎসক কুনাল কান্তি মজুমদার। আর বিভিন্নভাবে সাহস জোগাতে ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইউনিভার্সিটির অবসরপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ডঃ বাসব চৌধুরী, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ বিশ্বনাথ দাশগুপ্ত, বিজ্ঞানী মতিয়ার রহমান খান, পান্থ মল্লিক প্রমুখ।

বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন সুদেষ্ণা মৈত্র, জহর লাল নাইয়া, ডঃ শর্মিষ্ঠা শীল, গৌরাঙ্গ সরখেল, অর্পণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মিতালী মুখার্জী, ডঃ শশাঙ্ক শেখর মন্ডল, নাজিম মল্লিক ও পলাশ ঘোষ। প্রত্যেকেই খুব সংক্ষিপ্তাকারে বলেন কিন্তু প্রয়োজনীয় কথাগুলি ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেন। এই সময়ের প্রস্তুতি কেমন হবে, রিভিশন কেমন ভাবে করতে হবে, সমস্ত পড়া পরীক্ষার জন্য কীভাবে গুছিয়ে নিতে হবে, খাতা সাজিয়ে লিখতে গেলে কেমন ভাবে টু দ্য পয়েন্ট উত্তর দিতে হয়, মানচিত্র কিভাবে আঁকতে হয়, কোথায় লেভেলিং করতে হয়, অংকের জ্যামিতি ও রাইডার সমাধান করতে কীভাবে ভাবতে হয়, ছবি আঁকার জন্য কেমন পেন্সিল ব্যবহার করা উচিত, ইংরেজি আনসিন প্যাসেজের উত্তর লিখতে কোথায় সজাগ থাকতে হয়, বানান শেখা ও নির্মিতির সহজ পদ্ধতি ও কৌশল নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট তুলে ধরেন বিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। এদিনের অনলাইন অধিবেশনে ছাত্র-ছাত্রীদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন অভিভাবকেরাও। তাঁদের জন্য বেশ কিছু পরামর্শ দেওয়া হয়। সন্তানদের পাশে এই সময়ে কীভাবে থাকতে হয়, সে সমস্ত বিষয়ে। মোবাইল ব্যবহার করলেও কতটুকু করবে, রাত জেগে পড়া নাকি সকালে ওঠা, পরীক্ষার মতো করে ঘরে সময় ধরে টেস্ট দেওয়া, যাতে বায়োলজিক্যাল ক্লক এর সঙ্গে নিজেকে রপ্ত করে তোলা যায়।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বেশ কিছু আবাসিক মিশন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও যোগ দেয় এই আলাপচারিতায়। মাধ্যমিক টেস্ট পরীক্ষার দোরগোড়ায় পরিকল্পনামাফিক এই আলাপচারিতায় তারাও বেশ উপকৃত হয়েছে বলে জানিয়েছেন দক্ষিণ দিনাজপুরে বেস আন-নূর মডেল স্কুলের সম্পাদক খাদেমুল ইসলাম। এদিন আলাপচারিতায় সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন শিক্ষক নায়ীমুল হক।

# কালীপুজোর চাঁদা নিয়ে বচসা ঘিরে মৃত্যু ভারসাম্যহীন ব্যক্তির

**সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া**

**আপনজন:** কালী পুজোর চাঁদা নিয়ে বচসা, মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তিকে মারধর ও বিষ খাইয়ে তালাবন্দি করে আটকে রাখার অভিযোগ, পরে হাসপাতালে মৃত্যু ওই ব্যক্তির। অভিযোগের তীর বিজেপির মন্ডলের সহ সভাপতির বিরুদ্ধে, চরম নিন্দা প্রকাশ তৃণমূলের, সাফাই বিজেপির ।

বাঁকুড়ার জয়পুর ব্লকের বালিডোবা গ্রামের বাসিন্দা রাজ কুমার কুন্ডু। স্থানীয় কালী পুজোর উদ্যোক্তারা তাঁর পরিবারের কাছে পুজোর চাঁদা নেয়। সেই চাঁদা দিয়েও দেন রাজ কুমার কুন্ডুর মা। পরিবারের কাছে উদ্যোক্তারা বাড়তি চাঁদা নিয়েছেন এই অভিযোগ তুলে গত ৫ নভেম্বর রাজকুমার কুন্ডু উদ্যোক্তাদের গালিগালাজ করেন বলে অভিযোগ।

এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রামের বাসিন্দা তথা বিজেপির কোতুলপুর ৪ নম্বর মন্ডলের সহ সভাপতি বিকাশ দে রাজকুমার কুন্ডুকে বেধড়ক মারধর করে। এরপর ওই বিজেপি নেতা সহ তাঁর ৩ অনুগামী তাঁকে একটি বাড়িতে বাইরে থেকে তালাবন্দি করে রাখেন বলে অভিযোগ। অভিযোগ রাজকুমার কুন্ডুকে সেই সময় বিষও খাইয়ে দেন তাঁরা। পরে বিকাশ দে র কাছে অনেক অনুনয় বিনয় করে চাবি সংগ্রহ করে রাজকুমার কুন্ডুকে উদ্ধার করতে গিয়ে দেখেন তাঁর মুখ থেকে ফেঁনা বের হচ্ছে। তড়িঘড়ি রাজকুমার কুন্ডুকে প্রথমে জয়পুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে সেখান থেকে বিষ্ণুপুর সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে গেলেও শেষ রক্ষা হয়নি। গতকাল সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় রাজকুমার কুন্ডুর। এরপরই রাজকুমার কুন্ডুর পরিবারের তরফে জয়পুর থানায় বিজেপি নেতা বিকাশ দে সহ মোট ৪ জনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার পর বিকাশ দে পালিয়ে গেলেও জয়পুর থানার পুলিশ এই ঘটনায় দিলীপ দে নামের এক সঙ্গীকে গ্রেফতার করেছে।

ঘটনা তীব্র নিন্দা জানিয়েছে তৃণমূল। তবে বিজেপির জেলা থেকে ব্লক সকলেই সাফাই দিতে ব্যস্ত, তবে তারা জানান ঘটনার সঠিক তদন্ত হোক।

# তৃণমূলে যোগ দিলেন গোসাবার ৯৭ পরিবার

**সুভাষ চন্দ্র দাশ ● গোসাবা**

**আপনজন:** আগামী ২০২৬ এ বিধানসভা নির্বাচন এখন ঢের বাকি রয়েছে। তার আগেই বিজেপিতে বড়সড় ভাঙন শুরু হল গোসাবা ব্লকে।বৃহস্পতিবার বিকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের কুমিরমারি পঞ্চায়েতের বুধবার বাজার এলাকায় এক যোগদান মেলার অনুষ্ঠান আয়োজন করেছিলেন কুমিরমারি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার ভুমিপুত্র গোসাবা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কনভেনার তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাপরিষদ উপাধ্যক্ষ অনিমেশ মন্ডল, কুমিরমারি অঞ্চল সভাপতি অঙ্কন মন্ডল, পঞ্চায়েত প্রধান শ্রাবণী মন্ডল,উপপ্রধান দেবাশীষ মন্ডল সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠান চলাকালীন এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থদের ৯৭ টি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস যোগদান করেন।

এদিন নব্য তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন অনিমেশ মন্ডল।

বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে নব্য তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সমর্থক জয়দেব মন্ডল শুভেন্দু সরকার, মলয় মন্ডল, সন্তোষ সরদার, তাপস মিস্ত্রী'রা জানিয়েছেন, 'বর্তমানে রাজ্যে বিজেপির কোন ভাবমূর্তি নেই। উন্নয়ন প্রতিহত হচ্ছে।মা মাটি মানুষের প্রতিবাদী এবং কর্মঠ মুখ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। তাঁর নীতি আদর্শ সঠিক ভাবে পথ চলতে শেখায়। যারফলে এলাকার উন্নয়ণের জন্য আমরা বিজেপির সঙ্গ ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছি।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

## ছট পূজায় মেতে উঠেছে ডালখোলা

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● ডালখোলা**

**আপনজন:** ডালখোলা অঞ্চলে হিন্দিভাষী সমাজের ঐতিহ্যবাহী ছট পূজা পালন চলছে উৎসবের আমেজে। প্রতিবছর কালীপূজার ছয় দিন পর অনুষ্ঠিত এই পূজায় সূর্য দেবতার কাছে মহিলারা নির্জলা উপবাস রেখে সন্তানের এবং পরিবারের মঙ্গল কামনা করেন। ডালখোলা রেল গেট সংলগ্ন বিভিন্ন ঘাটে শুরু হয়েছে পূজার আয়োজন, যেখানে ফুল-ফল, আটার ঠেকুয়া ও অন্যান্য পূজার সামগ্রী নিয়ে ঘাটে হাজির হচ্ছেন ভক্তরা।

উৎসবের এই সময়ে ডালখোলার সোনু খিলোনা ঘরের পক্ষ থেকে এক অভিনব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পূজার উপলক্ষে বিনামূল্যে কিছু সামগ্রী বিতরণ ও হেলমেট বিক্রিতে ৫০ শতাংশ ছাড় দিয়ে মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার করেছেন। বিশিষ্ট সমাজসেবী সোনু চৌধুরী নিজ উদ্যোগে পূজার সময়ে একটি রাস্তা সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করেন, যা স্থানীয়দের কাছে অত্যন্ত প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

# মুখ্যমন্ত্রীর সংখ্যালঘু উপদেষ্টা হওয়ার খবরে খুশির জোয়ার সাত্তারের গ্রামে

**নাজমুস সাহাদাত ● কালিয়াচক**

**আপনজন:** মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য সংখ্যালঘু উপেদষ্টাহে শুদু নয়, রাজ্যের সংখ্যালঘু দফতরেরও উপদেষ্টা হয়েছেন কালিয়াচকের ভুমিপুত্র ড. অবদুস সাত্তার। তার মুকুটে নতুন এই পালকের খবরে তার জন্মভূমি কালিয়াচকের মোজমপুর গ্রামে এখন খুশির জোয়ার। উল্লেখ্য, কালিয়াচক এখন রাজ্যের মধ্যে বহুল চর্চিত নাম।। এই কালিয়াচকের মাটিতে অসংখ্য প্রতিভার জন্ম হয়েছে। শিক্ষা, ব্যবসা, চাষবাস, গবেষক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও বহু উচ্চ শিখরে পৌঁছে গৌরব উজ্জ্বল হয়েছে এবং গোটা দেশে ছড়িয়েছে কালিয়াচকের সুনাম। তবে রাজনীতিতেও পিছিয়ে নেই কালিয়াচক। আজও মানুষের মুখে শোনা যায় বিগত দিনের প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের নাম। প্রসঙ্গত, কালিয়াচকের ভূমিপুত্র ড. আবদুস সাত্তার হয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি। তারপর তিনি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আমডাঙ্গা বিধানসভার বিধায়ক ও বাম সরকার আমলের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী ছিলেন

কালিয়াচকের ভূমিপুত্র অধ্যাপক আবদুস সাত্তার। তিনি মালদহের কালিয়াচক এলাকার মোজমপুর গ্রামের এক কৃষক পরিবারে ১৯৬৯ সালের ১২ই জানুয়ারিতে জন্মগ্রহণ করেন। ছোট বেলায় তার গ্রামের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হাতে খড়ি নিয়ে পড়াশোনা শুরু হয়। তারপর তিনি কালিয়াচক উচ্চ বিদ্যালয় থেকে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্ত স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বাংলা বিষয়ে স্নাতক হন। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং "বাংলা সাহিত্যে রোমান্টিক আখ্যান উৎস ও বিবর্তন" বিষয়ে গবেষণা করেছেন তিনি। তারপর নব বালিগঞ্জ মহাবিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে কর্মজীবন শুরু হয় তার। তিনি মাত্র ৩০ বছর বয়সে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। বাম আমলে ড. আব্দুস সাত্তারের হাত ধরে মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিক চিন্তা নবচেতনা ও প্রযুক্তি বিদ্যায় নবজাগরণের উন্মেষ ঘটে। তিনি ৩২তম ইউনেস্কো সম্মেলনে একমাত্র মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করে নজির সৃষ্টি করেন বিশ্বের যোগদান করেছিলেন । এরপরে তিনি ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি ও সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রীও ছিলেন।

এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য সংখ্যালঘু উপদেষ্টা ও রাজ্যের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা পদে অদিষ্ঠিত হলেন।

এই পদে নিয়োগ হওয়ার খবর ছড়াতেই খুশির উন্মাদনা দেখা যায় কালিয়াচকে। তার সাথে সাথে কালিয়াচকের বাসিন্দাদের বক্তব্য, বাম সরকারের মন্ত্রী থাকতে বহু মানুষের ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিপ্লব ঘটিয়েছেন তিনি। তৃণমূল শাসিত সরকারের সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দফতরের উপদেষ্টা পদে নিয়োগ হয়েছে তাতে আমরা ভীষণ খুশি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তার ব্যাপক অভিজ্ঞতা এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি অঙ্গীকার নিঃসন্দেহে শাসনের এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অর্থপূর্ণ অগ্রগতি এবং উন্নয়নে অবদান রাখবে।

# রাসূল সা.-কে কটূক্তির প্রতিবাদে সভা যুগদিয়ায়

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● মগরাহাট**

**আপনজন:** বৃহস্পতিবার বাদ আসর হইতে ইশা পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থানা এলাকার যুগদিয়া মল্লিক পাড়ার মোড়ে হিলফুল ফুজুল সংগঠনের পক্ষ থেকে সমাজ সংস্করণ ও ইলিমের গুরুত্ব এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সা.এর প্রতি কটুক্তি কর মন্তব্যের প্রতিবাদে এক পথসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে বক্তব্য রাখেন যুগদিয়া অন্তর্গত বিভিন্ন ওলামাগণ যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুফতি লিয়াকাত আলী, মুফতি আব্দুল কাদের, মুফতি আব্দুল জলিল সাহেব ও মুফতি আব্দুল জলিল প্রমুখ।

মুফতি লিয়াকত আলী তার বক্তব্যে সমাজ সংস্কারে ইসলামের নির্দেশনার কথা তুলে ধরেন। সংক্ষিপ্ত দোয়া করে পথ সভাটি সমাপ্তি করেন সংগঠনের সভাপতি মুফতি জাকারিয়া। এদিনের সভার আয়োজন করেন সংগঠনের সেক্রেটারি হাফেজ মারগুবুল। সভা সফল করতে সহযোগিতা করেন হাফেজ মফিজুল, মুফতি আরকম সাহেব , হাফেজ আসাদুল, হাফেজ মাহমুদুল, হাফেজ শরিফ উদ্দিন, মাওলানা মফিজুল সাহেব ও হাফেজ রাকিব, মুফতি হাবিবুল্লাহ প্রমুখ।

## অভিষেকের জন্মদিন পালন জলঙ্গিতে

**সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল**

**আপনজন:** সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্মদিন পালিত হল জলঙ্গিতে। মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি বিধানসভার দক্ষিণ ও উত্তর জোন তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বিধায়কের উপস্থিতিতে কেক কেটে মিষ্টি মুখ করিয়ে দলের সেনাপতি তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করলেন পাশাপাশি তার দীর্ঘায়ু কামনার প্রার্থনা করেন সকলে এদিন। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জলঙ্গি বিধানসভার অন্তর্গত দক্ষিণ জোন ব্লকের দলীয় কার্যালয় ও উত্তর জোন ব্লকের সাগর পাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রাঙ্গনে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতিতে কেক কাটার মাধ্যমে শুভ জন্মদিন পালন করলেন সকলে। এদিন উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক আব্দুর রাজ্জাক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কবিরুল ইসলাম,উত্তর ব্লক সভাপতি আমজাদ আলী খান, ব্লক কনভেনার জিয়াবুল শেখ, প্রাক্তন ব্লক সভাপতি আরিফ বিল্লাহ সহ দলীয় কর্মী সমর্থকরা।

# ওয়াকফ নিয়ে প্রস্তুতি কনভেনশন রায়গঞ্জে

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● রায়গঞ্জ**

**আপনজন:** ওয়াকফ নিয়ে মোদি সরকারের কালা কানুনের বিরুদ্ধে ১৯ নভেম্বর ২০২৪ মঙ্গলবার কলকাতার শহীদ মিনারে অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল' বোর্ডের ডাকা সমাবেশ সফল করতে বৃহস্পতিবার উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জে বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্বশীলদের নিয়ে একটি কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের রাজ্য সম্পাদক মুহাম্মদ কামরুজ্জামান, অল বেঙ্গল ইমাম মোয়াজ্জিন অ্যাসোসিয়েশন মাওলানা নিজামুদ্দিন বিশ্বাস, সুন্নি জামাতের মাওলানা সাজ্জাদ আলম রিজভী, উত্তর দিনাজপুর জেলা ইমাম কো-অর্ডিনেটর মাওলানা মফিজ উদ্দিন, মাওলানা কাজিম উদ্দিন, দক্ষিণ দিনাজপুর ইমাম কাউন্সিলের মাওলানা আব্দুল মুজিদ, চাচোল ব্লক সম্পাদক মাওলানা শাহজামাল, সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের মালদা জেলা সম্পাদক নূর হোসেন প্রমুখ।

মুহাম্মদ কামরুজ্জামান বলেন ওয়াকফ নিয়ে মোদি সরকারের কালা কানুন কার্যকর হলে মসজিদ, মাদ্রাসা, কবরস্থান, ঈদগাহের সম্পত্তি জেলাশাসকরা চাইলে সরকারি সম্পত্তি হিসেবে পরিবর্তন করতে নিতে পারবেন!

পুরাতন এবং প্রাচীন মসজিদের দলিল পত্র না দেখাতে পারলে, প্রাচীন মসজিদ ও কবরস্থান গুলিকে বিতর্কিত সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা করার চক্রান্ত এই নয়া বিলে উল্লেখ করা হয়েছে।

# নাড়া পোড়ানোর বিরুদ্ধে পদযাত্রা

**সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম**

**আপনজন:** শুরু হয়েছে মাঠে ধান কাটার পর্ব। ধান কাটার পর মাঠে পড়ে থাকে নাড়া। অনেকেই না বুঝে কেউবা বুঝেশুনে আনন্দ উপভোগ করতে সেগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়।যা চাষযোগ্য জমির ক্ষেত্রে মারাত্মক ক্ষতিকর। সেই সচেতনতার বার্তা দিতে জেলা জুড়ে চলছে প্রচার অভিযান। অনুরূপ জেলার খয়রাশোল ব্লক কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে সচেতনতা মূলক পদযাত্রা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় এলাকার চাষীবন্ধুদের নিয়ে। আলোচনা সভা থেকে চাষী ভাইদের অবগত করেন যে,কেউ নাড়া পোড়াবেন না, নাড়া

পোড়ালে জমির উর্বরতা নষ্ট হয়,মাঠে থাকা বন্ধু পোকা মারা যায়,জমির মাটি শক্ত হয়ে যায় তাছাড়া এটা আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এদিনের আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ কৃষি অধিকর্তা প্রশাসন সিউড়ী সদর চঞ্চল কুমার প্রামানিক, সহ কৃষি অধিকর্তা বিষয়বস্তু সিউড়ী সদর গোপন চুনারি, খয়রাসোল ব্লক সহ কৃষি অধিকর্তা সুরজিৎ গড়াঁই, এএফএম সব্যসাচী সরকার প্রমুখ।

# সমন্বয় ও সংহতি সভা ঘোড়ারাস মাদ্রাসায়

**এহসানুল হক ● মাটিয়া**

**আপনজন:** এক অনন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, যার মূল প্রতিপাদ্য ছিল "একে অপরের প্রতি সমন্বয় ও সংহতি। অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় সালাফিয়া ঘোড়ারাস মাদ্রাসায়। মহতী অনুষ্ঠানে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষক ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হন। এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন আরও দৃঢ় করা, শিক্ষার মানোন্নয়নে একসঙ্গে কাজ করার পথ প্রসারিত করা ও শিক্ষাক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার গুরুত্ব তুলে ধরা।অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্বরূপদাহ আয়েশা খানম সালাফিয়া মাদ্রাসার হাফিজ মারজানের পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে, যা অনুষ্ঠানে এক পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর আবহ তৈরি করে। এরপর মাদ্রাসা সালাফিয়া ঘোড়ারাসের ডিরেক্টর আব্দুল হামিদ ফাইজি তাঁর বক্তব্যে শিক্ষাক্ষেত্রে সমন্বয় ও সংহতির প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। তিনি উল্লেখ করেন, যে প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একটি আলাদা সত্তা হলেও সম্মিলিতভাবে কাজ করাই শিক্ষাক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের প্রধান উপায়। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রদান করেন স্বরূপদা আয়েশা খানম সালাফিয়া মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল বারী মাদানী, আবুল বাশার সালাফি, নিত্যানন্দ কাঠী রিয়াজুল উলুম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আব্দুল মাজেদ খান এবং চিতুরী মাদ্রাসা আর রহমানিয়া আল ইসলামিয়ার প্রধান শিক্ষক শায়খ আব্দুল আহাদ, বনগাঁ ওমর বিন খাত্তাব মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক শায়খ কাউসার আলী এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখেন। এ ছাড়াও মাদ্রাসা সালাফিয়া ঘোড়ারাসের বিভিন্ন সদস্যবৃন্দ উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির পরিবেশকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন।

## অভিষেকের জন্মদিন পালন মথুরাপুরের সাংসদের!

**নকিব উদ্দিন গাজী ● মথুরাপুর**

**আপনজন:** ৭ নভেম্বর ছিল সৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মদিন। আর সেই জন্মদিনে উদযাপন করল মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার। বৃহস্পতিবার দিন সকালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা রায়দিঘি বিধানসভার মথুরাপুরে কৃষ্ণচন্দ্রপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদেরকে সঙ্গে নিয়ে সাংসদ বাপি হালদার তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এর জন্মদিনের কেক কাটলেন পাশাপাশি তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের মুখে কেকের টুকরো তুলে দিলেন সংসদ বাতিল হালদার। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জন্মদিন উপলক্ষ করে যাতে সমস্ত মানুষ আশীর্বাদ করে এই জন্মদিনে সেই কারণে কয়েকশো মানুষের হাতে শীতবস্ত্র ও শাড়ি তুলে দিলেন সাংসদ বাপি হালদার।

## ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে সভা নেতড়ায়

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● নেতড়া**

**আপনজন:** বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারের নেতড়া হাটে মিল্লি ইত্তেহাদ ও বঙ্গীয় সংখ্যালঘু পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত 'ওয়াকফ' বিষয়ে এক মনোজ্ঞ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন মাও: সুজাউদ্দিন। উদ্ভুত সমস্যা ওক্কাফ বিষয়ের উপর তথ্য সহ বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেন বিশিষ্ট নেতা ও সুবক্তা ইমতিয়াজ মোল্লা, প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড: সামসুল আলম,ব:স:প: সভাপতি মাও :মোজাফফর হোসেন, শিক্ষক ও সমাজকর্মী আব্দুর রউফ,আইনজীবী আশফাক আলী, মাও আবুল কালাম, এডভোকেট হাফিজুর রহমান, নজরুল ইসলাম, অধ্যপিকা সালেহা বেগম, মাও হাবিবউল্লাহ, আজিজুল হক ও আরো অনেকে। বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত অংশ গ্রহণ কারী শ্রোতা সুধীমন্ডলীদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি সর্বাঙ্গ সুন্দর ও সাফল্যমন্ডিত হয়। ওয়াকফ বিল বাতিলের দাবিতে সমবেত বিশাল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে সভা শেষ হয়।

## কটূক্তির প্রতিবাদ করায় বেধড়ক মারধর ক্যানিংয়ে

**আসিফা লস্কর ● মথুরাপুর**

**আপনজন:** রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিন যুবক পথ চলতি দুই মহিলাকে কটূক্তি করে। তাঁদের সঙ্গে খারাপ আচরণ করে বলে অভিযোগ। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করলে ওই দুই মহিলাকে বেধড়ক মারধর করার পাশাপাশি তাঁদের শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ফকির মোল্লা ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে বুধবার রাতেই ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই দুই মহিলা। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে ক্যানিংয়ের কৃষ্ণকালী কলোনি এলাকায়। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রাস্তায় দাঁড়িয়ে তিন যুবক পথ চলতি দুই মহিলাকে কটূক্তি করে। তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে। সেই ঘটনার প্রতিবাদ করলে ওই দুই মহিলাকে বেধড়ক মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত ফকির মোল্লা ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে বুধবার ক্যানিং থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ঐ দুই মহিলা।

## ছট পুজো নিয়ে তেলকল ঘাট পরিদর্শনে ডিজি

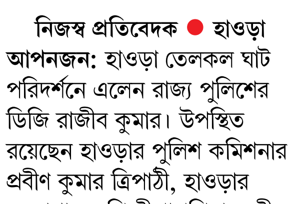

**নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া**

**আপনজন:** হাওড়া তেলকল ঘাট পরিদর্শনে এলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। উপস্থিত রয়েছেন হাওড়ার পুলিশ কমিশনার প্রবীণ কুমার ত্রিপাঠী, হাওড়ার জেলাশাসক পি দীপাপপ্রিয়া, মন্ত্রী অরূপ রায় সহ প্রশাসনের কর্মকর্তারা। ছট পুজো উপলক্ষে আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানের সূচনা করবেন।

এদিকে, বৃহস্পতিবার দুপুরে ছটপুজো উপলক্ষে হাওড়ার রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে মন্ত্রী অরূপ রায় লঞ্চে চেপে গঙ্গার বিভিন্ন ঘাট পরিদর্শন করেন।

সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর শৈলেশ রাই, তৃণমূল নেতা শ্যামল মিত্র, সুশোভন চট্টোপাধ্যায়, অভিষেক চট্টোপাধ্যায় সহ অন্যান্যরা।

# সমর্থকের মৃত্যুতে জয়ের আনন্দ ম্লান বায়ার্ন মিউনিখের

**আপনজন ডেস্ক:** উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগে আগের ২ ম্যাচেই হার। অ্যাস্টন ভিলার মাঠে হারের ব্যবধানটা ছিল ১–০ গোলে, বার্সেলোনার কাছে ৪–১ গোলে বিধ্বস্ত। এমন বাজে অভিজ্ঞতা ভুলে যাওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় কী? অবশ্যই জয়। বার্য়ান মিউনিখ কাল কাজটা ভালোভাবেই করতে পেরেছে। নিজেদের মাঠ আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় বেনফিকাকে তারা হারিয়েছে ১–০ গোলে। তবে বায়ার্নের এই জয়ের আনন্দ ম্লান হয়ে গেছে মাঠে খেলা দেখতে যাওয়া এক সমর্থকের মৃত্যুর খবরে। বায়ার্ন মিউনিখ কর্তৃপক্ষ ও ক্লাবটির সমর্থকগোষ্ঠী 'ক্লাব এনআর. ১২' জানিয়েছে, ম্যাচ শুরু হওয়ার ৩ মিনিট পরেই আলিয়াঞ্জ অ্যারেনার দক্ষিণ পাশের গ্যালারিতে (জার্মান ভাষায় সুডকুর্ভে নামে পরিচিত) বসা এক সমর্থক গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। সঙ্গে সঙ্গে স্টেডিয়ামের ওই অংশে নেমে আসে নীরবতা। ওই সমর্থকের আশপাশে থাকা অন্য সমর্থকেরা প্যারামেডিক ও পুলিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রায় আধা ঘণ্টা পর একটি স্ট্রেচারে করে তাঁকে স্টেডিয়ামের বাইরে নেওয়া হয়। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পথে তিনি মারা যান। ওই সমর্থকের নাম–পরিচয় কোনো সংবাদমাধ্যম এখনো জানাতে পারেনি। বায়ার্ন–ভক্তের মৃত্যুর খবরে আলিয়াঞ্জ অ্যারেনায় শোকের আবহ নেমে আসে। তাঁর প্রতি সম্মান জানিয়ে গ্যালারিতে থাকা সমর্থকেরা গান গাওয়া বন্ধ করে দেন। কেউ কোনো ধরনের স্লোগানও দেননি। এক বিবৃতিতে বায়ার্ন মিউনিখ জানিয়েছে, 'আলিয়াঞ্জ অ্যারেনার গ্যালারিতে জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ায় ম্যাচটা শুরুর পরপরই আড়ালে চলে যায়। স্টেডিয়ামের ওই অংশের সমর্থকেরা যতটা উল্লসিত থাকেন, পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁরা অতটা উল্লাস করেননি। ক্লাবও ম্যাচের কাভারেজ কমিয়ে দেয়।' সমর্থকের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে বায়ার্ন আরও লিখেছে, 'রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর ঘণ্টাখানেকের মধ্যে জার্মানির রেকর্ড চ্যাম্পিয়নরা দুঃসংবাদটি জানতে পারে। হাসপাতালে নেওয়ার পথে আমাদের এক সমর্থক মারা গেছেন। ওই সমর্থকের স্বজনদের পাশাপাশি বায়ার্নও শোকে মুহ্যমান।'
বায়ার্ন সমর্থকগোষ্ঠী 'ক্লাব এনআর. ১২' সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছে, '(একজন সমর্থকের) জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন পড়ায় আমরা আজ (গত রাতে) দলকে স্বাভাবিক সমর্থন জানাতে পারছি না। আগে জীবন, পরে খেলা। তার পরিবারের সবাই এবং বন্ধুরা যেন শক্ত থাকতে পারে, আমরা সেই কামনা করছি।'

# মধুচন্দ্রিমা শেষে গম্ভীরকে 'সংসারের' হাল ধরতে বললেন গাভাস্কার

**আপনজন ডেস্ক:** গৌতম গম্ভীর এখন প্রশ্নের মুখে। কারণটা নিশ্চয়ই জানা। কয়েক দিন আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ ৩–০ ব্যবধানে হেরেছে ভারত। দেশটির সংবাদমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া এর আগে জানিয়েছে, ঘরের মাঠে সব ধরনের সুবিধা পেয়েও ব্যর্থ হওয়ায় ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকবে বিসিসিআই।
ওদিকে বিসিসিআইয়ের বাইরে থেকেও গম্ভীরকে বাস্তবতা মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ভারতেরই কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার যেমন বলেছেন, রোহিত–কোহলিদের প্রধান কোচ হিসেবে গম্ভীরের মধুচন্দ্রিমা শেষ হয়েছে।
পারফরম্যান্স ভালো করতে গম্ভীরকে এখন দলের হালটা ভালোভাবে ধরার পরামর্শ দিয়েছেন গাভাস্কার। গত ৯ জুলাই ভারত ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে নিয়োগ পান গম্ভীর। বিশ্বকাপজয়ী সাবেক এই ওপেনারের অধীনে শ্রীলঙ্কায় ওয়ানডে সিরিজ হেরেছে ভারত। তিন সংস্করণ মিলিয়ে গম্ভীরের অধীনে এ পর্যন্ত ১৪ ম্যাচ খেলেছে ভারত। জিতেছে ৮টি, হেরেছে ৫টি, টাই করেছে ১টি।
ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে ধবলধোলাই হওয়ার পর থেকে প্রশ্ন উঠছে গম্ভীরের কৌশল নিয়ে। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে যেমন বলা হয়েছিল, নিজেদের মাটিতে সাম্প্রতিক সিরিজগুলোয় পেস–সহায়ক উইকেটে ভালো করলেও ভারতের টিম ম্যানেজমেন্ট নিউজিল্যান্ড সিরিজে পিচ কিউরেটরদের স্পিনবান্ধব উইকেট বানানোর নির্দেশ দিয়েছিল। এতে গম্ভীরেরও 'ইন্ধন' ছিল। কিন্তু ফল হয়েছে উল্টো। ভারতের মাটিতে ছড়ি ঘুরিয়েছেন কিউই স্পিনার এজাজ প্যাটেল, মিচেল স্যান্টনার, গ্লেন ফিলিপস ও ইশ সোধি। গাভাস্কার অবশ্য কোচ হিসেবে গম্ভীর যেসব ভুল করেছেন, সে জন্য তাঁকে ক্ষমা করে দিতে প্রস্তুত। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে বোর্ডার–গাভাস্কার ট্রফিতে গম্ভীরের কাছ থেকে আর কোনো ভুল চান না তিনি। ভারতের সংবাদমাধ্যম ইন্ডিয়া টুডেকে গাভাস্কার বলেছেন, 'গৌতম গম্ভীরের জন্য মধুচন্দ্রিমা শেষ। এ সময়ে ভুলগুলোর জন্য আমরা তাকে ক্ষমা করে দিতে চাই। কিন্তু এখন আমরা চাই অস্ট্রেলিয়া সফরে সে সামনে থেকে খেলোয়াড়দের ভালোভাবে নির্দেশনা দিক।'
ভারতের কোচিং স্টাফে রায়ান টেন ডেসকাট ও অভিষেক নায়ারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গাভাস্কার। তাঁকে জানানো হয়েছিল ডেসকাট ও অভিষেকের ভূমিকাটা আসলে দ্বৈত–সহকারী কোচ এবং ব্যাটিং কোচ।
গাভাস্কার এ নিয়ে বলেছেন, 'ব্যাটিংয়ের জায়গা থেকে...দলে অভিষেক নায়ারের ভূমিকাটা কী? সে ব্যাটিং কোচ নাকি সহকারী কোচ? গম্ভীর এই দুজনের চেয়ে অনেক বেশি রান করেছে। তাই অস্ট্রেলিয়ান কন্ডিশনে কীভাবে ও কোন অ্যাপ্রোচে ব্যাট করতে হবে, গম্ভীর এসব নিয়ে খেলোয়াড়দের নির্দেশনা দিলে আমরা সম্ভবত অস্ট্রেলিয়ায় ভালো করতে পারব।'
রাহুল দ্রাবিড় ভারতের কোচ থাকতে ঘরের মাঠে স্পিনবান্ধব পিচ বানানোর ঐতিহ্য থেকে সরে আসে বিসিসিআই। এশিয়ার বাইরেও ভালো করতে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন দ্রাবিড়। তাঁর অধীন শেষ টেস্ট সিরিজে ইংল্যান্ডকে ৪-১ ব্যবধানে উড়িয়ে দেয় ভারত। কিন্তু গম্ভীর কোচ হওয়ার পর আবারও স্পিনবান্ধব পিচ বানানোর ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনা হয়। এমন প্রশ্নবিদ্ধ সিদ্ধান্ত নেওয়ায় গম্ভীরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বিসিসিআই। টাইমস অব ইন্ডিয়াকে বোর্ডের একটি সূত্র বলেছে, স্পিন–সহায়ক উইকেট বানানোর সিদ্ধান্ত বোর্ডের কয়েকজনকে বিস্মিত করেছে। দলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে গৌতম গম্ভীর ও তাঁর নতুন সাপোর্ট স্টাফদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন হবে, এ ব্যাপারে তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হবে। বোর্ডার–গাভাস্কার ট্রফিতে পাঁচ টেস্ট খেলতে ১০ নভেম্বর অস্ট্রেলিয়ার উদ্দেশে উড়াল দেবে ভারত। ২২ নভেম্বর পার্থে প্রথম টেস্ট।

# রাচিনকে একাডেমিতে অনুশীলন করতে দিয়ে সমালোচনার মুখে চেন্নাই সুপার কিংস

**আপনজন ডেস্ক:** ভারতের ক্রিকেটের গতিপ্রকৃতিটাই যেন পাল্টে দিয়েছে আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো। প্যাট কামিন্স, ট্রাভিস হেড, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, নিকোলাস পুরান–বিভিন্ন দেশ থেকে আইপিএল খেলতে যাওয়া ক্রিকেটারদের পরিচয় ভারতীয়দের কাছে এখন আর 'বিদেশি' নয়। কলকাতা নাইট রাইডার্স, চেন্নাই সুপার কিংস, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু–আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর সমর্থকদের কাছে তাঁরা সবাই নিজেদের দলের খেলোয়াড়। আইসিসির কোনো টুর্নামেন্ট ভারতে হলেও বিষয়টি টের পাওয়া যায়। ২০২৩ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপের কথাই ধরুন, চেন্নাইয়ে সেই ম্যাচে ভারতের মানুষ গ্যালারিতে গিয়েছিল মিচেল স্যান্টনারসহ ফ্র্যাঞ্চাইজিটিতে খেলা খেলোয়াড়দের জার্সি পরে। শুধু কি আইসিসি টুর্নামেন্টেই, ভারতের বিপক্ষে কোনো দলের খেলায়ও নিজেদের ফ্র্যাঞ্চাইজির খেলোয়াড়েরা ভালো কিছু করলে হাততালি দেয় ভারতীয়রা!
ভারতের সাবেক ক্রিকেটার রবিন উথাপ্পা এর সমালোচনা করেছেন। ভারতীয় আর বিদেশি খেলোয়াড়ের মধ্যে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোকে সূক্ষ্ম পার্থক্য রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। উথাপ্পার পরামর্শগুলো এসেছে এমন সময়ে, যার কিছুদিন আগেই ভারত নিজেদের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের কাছে তিন টেস্টের সিরিজে ধবলধোলাই হয়েছে। ধবলধোলাই হওয়ার পর উথাপ্পার এমন কথা বলার কারণ–নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজের আগে চেন্নাই সুপার কিংস (সিএসকে) তাদের কিউই ক্রিকেটার রাচিন রবীন্দ্রকে নিজেদের একাডেমিতে অনুশীলন করতে দিয়েছিল। সিরিজে নিউজিল্যান্ডের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক রাচিন রবীন্দ্র। ৫১.২০ গড়ে সিরিজের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ২৫৬ রান করেছেন এই বাঁহাতি। করেছেন একটি করে সেঞ্চুরি ও ফিফটি। সিরিজ শেষে সবাই যখন ভারতের ধবলধোলাই হওয়ার পেছনে দলের ব্যাটিং–ব্যর্থতা নিয়ে কথা বলছেন, উথাপ্পার কাছে মনে হয়েছে রবীন্দ্রই ফলে পার্থক্য গড়ে দিয়েছেন, আর সেটা হয়েছে চেন্নাই সুপার কিংস তাঁকে নিজেদের একাডেমিতে বিশেষভাবে অনুশীলনের সুযোগ করে দেওয়ায়। এবারের আইপিএল নিলামের আগে রবীন্দ্রকে বিশেষভাবে অনুশীলনের সুযোগ দেওয়ায় চেন্নাইকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন উথাপ্পা। চেন্নাইয়ের এই সাবেক ব্যাটসম্যান নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, 'রাচিন রবীন্দ্র এখানে এসে সিএসকের একাডেমিতে অনুশীলন করেছে। সিএসকে দারুণ একটা ফ্র্যাঞ্চাইজি, তারা সব সময়ই খুব ভালোভাবে নিজেদের খেলোয়াড়দের দেখভাল করে। কিন্তু ফ্র্যাঞ্চাইজি খেলোয়াড়ের আগে যেখানে আপনার দেশ, সেখানে একটা সীমারেখা থাকাই উচিত। বিশেষ করে সেই খেলোয়াড়টি যদি বিদেশি হয় এবং এখানে এসে আপনার দেশের বিপক্ষে খেলে।'
উথাপ্পা এরপর যোগ করেন, 'আমি নিশ্চিত করেই সিএসকে-কে ভালোবাসি। কিন্তু প্রশ্নটা যখন দেশের, একটা সীমা থাকা উচিত, যেটা আপনি অতিক্রম করবেন না।' এই সিরিজে রাচিন রবীন্দ্রর পারফরম্যান্সেরও প্রশংসা করেছেন উথাপ্পা, 'ওই প্রস্তুতির ওপর ভিত্তি করে রাচিন রবীন্দ্র দারুণ ব্যাটিং করেছে। (ভারতে) বিদেশি খেলোয়াড়দের খেলা অন্যতম সেরা ইনিংস খেলেছে। (বেঙ্গালুরুর) ওই ধরনের উইকেটে ১৫৭ বলে ১৩৪ রান, এটা ছিল নিখুঁত ব্যাটিং। এরপর সে দেখিয়েছে, নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ সে।'

# রাজ্যস্তরের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় চমকপ্রদ সাফল্য ধুলিয়ানের রাজ্জাকের

**রাজু আনসারী ● অরঙ্গাবাদ**

**আপনজন ডেস্ক:** রাজ্যস্তরের অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় চমকপ্রদ সাফল্য অর্জন করে জাতীয় স্তরে খেলার সুযোগ মুর্শিদাবাদের ধুলিয়ানের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল রাজ্জাকের। সম্প্রতি ব্যারাকপুরে অনুষ্ঠিত অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় ডিসকাস থ্রোতে দ্বিতীয় এবং শর্টপুটে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে ইনস্টিটিউশনের কৃতি ছাত্র আব্দুল রাজ্জাক।বৃহস্পতিবার আব্দুল রাজ্জাককে সংবর্ধনা প্রদান করে কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে ইনস্টিটিউশন কর্তৃপক্ষ। ফুলের তোড়া এবং গিফট দিয়ে আব্দুর রাজ্জাককে সংবর্ধনা জানানোর পাশাপাশি বিগত দিনের মতো আগামী দিনে সার্বিকভাবে তার পাশে থাকার বার্তা দেওয়া হয় স্কুলের পক্ষ থেকে। সংবর্ধনার সময় উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক আব্দুল হাই মাসুদ রহমান, স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সামিম আক্তার মির্জা সহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্মকর্তারা। জানা গিয়েছে, ধুলিয়ান পৌর এলাকার ১২ নাম্বার ওয়ার্ডের হিজলতলা গ্রামের আব্দুল মাজেদ মোমিন ও রোজিনা খাতুনের দুই সন্তানের মধ্যে ছোট সন্তান আব্দুল রাজ্জাক। ছোট থেকেই খেলাধুলায় মেধাবী আব্দুল রাজ্জাক কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে ইনস্টিটিউশনের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র আবদুল রাজ্জাক। সম্প্রতি স্কুলে অ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে প্রথম স্থান অধিকার করে ব্লক ও জেলাস্তরে প্রথম স্থান অধিকার করে রাজ্য স্তরে সুযোগ পেয়ে যায় ওই ছাত্র। সেখানেই খেলায় কার্যত ডিসকাস থ্রোতে দ্বিতীয় এবং শর্টপুটে তৃতীয় স্থান অধিকার করে রাজ্জাক। কাঞ্চনতলা স্কুলের এই ছাত্রের অসাধারন কৃতিত্বে গর্বিত ধুলিয়ান। গর্বিত স্কুল কর্তৃপক্ষ। রাজ্য স্তরে সাফল্যের পাশাপাশি জাতীয় স্তরের খেলাতেও সাফল্য ছিনিয়ে আনতে তত্পর আব্দুল রাজ্জাক। সফলতা নিয়ে আশাবাদী কাঞ্চনতলা জে.ডি.জে ইনস্টিটিউশন কর্তৃপক্ষ।

# ভৈরব নদীতে ডিঙ্গা বাইচ প্রতিযোগিতা হরিহরপাড়ায়

**রাকিবুল ইসলাম ● হরিহরপাড়া**

**আপনজন ডেস্ক:** গ্রামের ঐতিহ্য বজায় রাখতে ভৈরব নদীতে ডিঙ্গা বাইচ প্রতিযোগিতা। মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়ার নতুন স্বরুপপুর জন সেবক ক্লাবের উদ্যোগে ২০ তম ডিঙ্গা বাইচ । ১৬ জনের ডিঙ্গা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো বৃহস্পতিবার বিকেলে স্বরুপপুর ভৈরব নদীতে। ক্লাবের সদস্যরা জানান এই এলাকায় ক্রিকেট ও ফুটবল খেলার মাঠ নেই,এই এলাকা নদী কেন্দ্রিক এলাকা তাই আমরা ভৈরব নদীতে জল কমার সাথে সাথে ডিঙ্গা বাইচ প্রতিযোগিতা করে এলাকার মানুষজনদের মনোরঞ্জন দেওয়া হয়। আজকের এই প্রতিযোগিতায় ভৌরব নদীতে এলাকার ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করে। এই খেলায় প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় স্থান অধিকারীদেরকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সাইকেল পুরস্কৃত করা হয়। এই ডিঙ্গা বাইচ প্রতিযোগিতা দেখতে নদীর দুই ধারে ভিড় জমিয়ে ছিল এলাকার মানুষজনেরা। এই ডিঙ্গা বাইচ প্রতিযোগিতা ঘিরে এলাকায় অস্থায়ী মেলার আয়োজন করা হয়।
এদিন উপস্থিত ছিলেন মুর্শিদাবাদ লোক সভার সাংসদ আবু তাহের খান , মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ শামসুজ্জোহা বিশ্বাস , পঞ্চায়েত সমিতির বনভূমি কর্মাধ্যক্ষ আহাতাব উদ্দিন শেখ, স্বরুপপুর পঞ্চায়েত প্রধান আয়েশা খাতুন, পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য তথা ক্লাবের সভাপতি মোমিনুল হাসান, ক্লাবের সমস্ত সদস্যরা সহ অন্যান্য বিশিষ্ট জনেরা।

# ১১ রানেই পড়ল শেষ ৭ উইকেট–শুধু বাংলাদেশই এমন নয়, অন্যরাও আছে

**আপনজন ডেস্ক:** বাংলাদেশ দলের খেলা থাকলে বাসায় ফিরেই টিভি ছেড়ে দিয়ে একবার স্কোর দেখে নেওয়া এ দেশের অনেক ক্রিকেটপ্রেমীর অভ্যাস। কাল রাতেও কেউ কেউ টিভি ছেড়ে দিয়ে হয়তো অন্য কোনো কাজ করেছেন। কিন্তু কাজ শেষে টিভিতে মুখ ফিরিয়ে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা সুখকর নয়।
শারজায় আফগানিস্তানের বিপক্ষে প্রথম ওয়ানডেতে কাল ২৩৫ রান তাড়া করতে নেমে একপর্যায়ে ২ উইকেট হারিয়ে ১২০ রান তুলেছিল বাংলাদেশ। ৩ উইকেট পড়েছিল ১৩২ রানে। রহস্যময় স্পিনার আল্লাহ গজনফরের সঙ্গে রশিদ খানের ঘূর্ণি–জাদুতে সেখান থেকে আর ১১ রান যোগ করতেই অলআউট নাজমুল হোসেন দল! ৯২ রানের জয়ে ৩ ম্যাচ সিরিজে আফগানরা এগিয়ে গেছে ১–০ ব্যবধানে। বাংলাদেশের এমন অবিশ্বাস্য ব্যাটিং–ধস ওয়ানডে ইতিহাসে নজিরবিহীন তো নয়ই; একেবারে বিরলও নয়। আদতে ১১ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেট খোয়ানো বাংলাদেশের জন্য নতুন কোনো ঘটনাও নয়। ২০১৪ সালে মিরপুর শেরেবাংলা স্টেডিয়ামে ৮ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেট হারিয়েছিল তারা। কোন ম্যাচের কথা বলা হচ্ছে, মনে করতে পারছেন নিশ্চয়! স্টুয়ার্ট বিনির ম্যাচ। সে বছর আইপিএল শেষেই সিরিজ পড়ে যাওয়ায় বাংলাদেশে দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়েছিল ভারত। মিরপুরে বৃষ্টিবিঘ্নিত দ্বিতীয় ওয়ানডেতে সুরেশ রায়নার নেতৃত্বাধীন ভারতকে মাত্র ১০৫ গুটিয়ে দিয়েছিল বাংলাদেশ। রান তাড়ার একপর্যায়ে ৩ উইকেটে ৫০ রান তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশ। সবাই যখন স্বাগতিকদের জয় নিশ্চিত ধরে নিয়েছিল, তখনই বল হাতে সফরকারীদের ত্রাতা বনে যান বিনি। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) বর্তমান সভাপতি রজার বিনির ছেলে মাত্র ৪ রান দিয়ে নেন ৬ উইকেট। তাঁর ক্যারিয়ারসেরা বোলিংয়ে ৩ উইকেটে ৫০ থেকে ৫৮ রানে অলআউট বাংলাদেশ।
গত বছর ওয়ানডে বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে মোহাম্মদ শামির ৫৭ রানে ৭ উইকেটের আগে সেটিই ছিল এই সংস্করণে কোনো ভারতীয় বোলারের সেরা বোলিং। খুব সম্ভবত মিরপুরের সেই ম্যাচই বাংলাদেশ ক্রিকেটে 'পঞ্চপাণ্ডব' হিসেবে পরিচিত মাশরাফি বিন মুর্তজা, সাকিব আল হাসান, তামিম ইকবাল, মুশফিকুর রহিম ও মাহমুদউল্লাহর জন্য একসঙ্গে সবচেয়ে বাজে স্মৃতি হয়ে আছে।
তবে ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম রানের ব্যবধানে শেষ ৭ উইকেট হারানোর বিব্রতকর বিশ্ব রেকর্ডটা বাংলাদেশের নয়। এ তালিকায় সবার ওপরে জিম্বাবুয়ে। ২০০৮ সালে হারারেতে শ্রীলঙ্কার মুত্তিয়া মুরালিধরন ও অজন্তা মেন্ডিসের ঘূর্ণিতে ৩ রানের মধ্যে (১২৪/৩ থেকে ১২৭/১০) ৭ উইকেট হারিয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। যে আফগানিস্তান কাল বাংলাদেশকে তেতো স্বাদ দিয়েছে, সেই দলটারও এ ধরনের অভিজ্ঞতা হয়েছে এ বছরই। পাল্লেকেলেতে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে গত ফেব্রুয়ারিতে ৭ রানে শেষ ৭ উইকেট হারিয়ে বসে হাশমতউল্লাহ শহীদির দল।
বাংলাদেশের গত রাতের ম্যাচের মতো ১১ রানের মধ্যে শেষ ৭ উইকেটে হারানোর ঘটনা ওয়ানডে ইতিহাসে আরও তিনটি আছে।
২০১৪ সালে মিরপুরে বাংলাদেশের ৮ রানে শেষ ৭ উইকেট হারানোর নজির আছে আরেকটি। নেপালের বিপক্ষে ২০২০ সালে কীর্তিপুরে ওয়ানডে ইতিহাসের দলীয় সর্বনিম্ন ৩৫ রানে অলআউট হওয়ার দিনে ৬ রানের ব্যবধানে (২৭/৩ থেকে ৩৫/১০) শেষ ৭ উইকেট হারিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

ওয়ানডেতে সবচেয়ে কম রানে শেষ ৭ উইকেট

| রান | মোট রান | ম্যাচ | ভেন্যু | সাল |
|---|---|---|---|---|
| ৩ | ১২৭ | জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা | হারারে | ২০০৮ |
| ৬ | ৩৫ | যুক্তরাষ্ট্র-নেপাল | কীর্তিপুর | ২০২০ |
| ৭ | ১৫৩ | আফগানিস্তান-শ্রীলঙ্কা | পাল্লেকেলে | ২০২৪ |
| ৮ | ৫৮ | বাংলাদেশ-ভারত | মিরপুর | ২০১৪ |
| ১০ | ৫৫ | শ্রীলঙ্কা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | শারজা | ১৯৮৬ |
| ১০ | ২৫৬ | ইংল্যান্ড-ভারত | গোয়ালিয়র | ১৯৯৩ |
| ১১ | ১৯৪ | ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ | লর্ডস | ১৯৭৯ |
| ১১ | ১৬২ | দ. আফ্রিকা-পাকিস্তান | ইস্ট লন্ডন | ১৯৯৩ |
| ১১ | ৩৮ | জিম্বাবুয়ে-শ্রীলঙ্কা | কলম্বো | ২০০১ |
| ১১ | ১৪৩ | বাংলাদেশ-আফগানিস্তান | শারজা | ২০২৪ |

# চ্যাম্পিয়নস ট্রফি নিয়ে ভারতের কাছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা চেয়েছে পাকিস্তান

**আপনজন ডেস্ক:** চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সময় ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু সেই টুর্নামেন্ট খেলতে পাকিস্তান সফরের বিষয়ে এখনো কোনো সবুজ সংকেত দেয়নি ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। পাকিস্তানের এক ক্রীড়া সাংবাদিকের বরাতে জানা গেছে, ভারতের কাছে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে চ্যাম্পিয়নস ট্রফির ব্যাপারে। সেই বার্তায় ভারতকে চ্যাম্পিয়নস ট্রফিতে তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে হ্যাঁ অথবা না-যেকোনো একটা উত্তর লিখিত আকারে দিতে বলা হয়েছে।
ক্রিকেট পাকিস্তানের আজকের এক প্রতিবেদন থেকে ভারতের প্রতি পাকিস্তানের এই কঠোরতার ব্যাপারে জানা গেছে। এমনকি বিসিসিআইকে ভারতীয় সরকারের থেকে লিখিত অনুমতি চাওয়ার জন্য পিসিবি চাপ দিয়েছে বলেও শোনা গেছে।
এখনো চ্যাম্পিয়নস ট্রফির সূচি আনুষ্ঠানিভাবে প্রকাশ করেনি আইসিসি। সাধারণত বড় টুর্নামেন্টের ক্ষেত্রে তিন মাসে আগেই এটা করে থাকে তারা। তবে ফাঁস হওয়া সূচি অনুযায়ী আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি-মার্চে হওয়ার কথা।
যদি ভারত প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে আইসিসির বিকল্প ভাবনা রয়েছে বলে ধারণা পাওয়া গেছে। সেক্ষেত্রে দুবাই বা শ্রীলঙ্কা হতে পারে ভারতের ভেন্যু।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**